কুরআনের অনুবাদ পড়ব কেন?

Why Study Translation of the Quran?

সংকলক ও প্রকাশক

আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বিন ইয়াকিন

পরিবেশনায়: বিসমিল্লাহ্ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

ক৩৪বি, কুর্মিটোলা হাই স্কুলের সামনে, খিলখেত, ঢাকা-১২২৯

০১৭২৬-১৭৪৫৯০, ০১৯২৩-৭৬৩৭৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اقرأ

কুরআনের অনুবাদ পড়ব কেন?

Why Study Translation of the Quran ?

The Quran is the Ultimate Miracle

সংকলক ও প্রকাশক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বিন ইয়াকিন
E-Mail- maroufbd2009@gmail.com

পরিবেশনায়: বিস্‌মিল্লাহ্‌ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী
ক৩৪বি, কুর্মিটোলা হাই স্কুলের সামনে, খিলখেত, ঢাকা-১২২৯
০১৭২৬-১৭৪৫৯০, ০১৯২৩-৭৬৩৭৪০

Read online, Internet Edition_2020
https://fastbikri.com/blog/***Why Study Translation of the Quran?***
Visit our facebook page - - - - - - - - -
https://www.facebook.com/EakinPublications/
প্রথম প্রকাশনা, জুন–২০২০, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১৪৪১ হিজরি
Last Edit 12-11-2020

বিনিময় মূল্য: ২০ টাকা মাত্র

উপহার

শ্রদ্ধেয় / স্নেহের

.....

.....

পরিবারের সকলের সুস্থ, সুন্দর, আলোকিত জীবন এবং পরকালীন মুক্তি কামনায়

কুরআনের অনুবাদ পড়ব কেন? ***Why Study Translation of the Quran?***

তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ অনবদ্য সংকলন বইটি কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে রচিত। নিজে সঠিক পথে চলতে এবং অন্যকে সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাত পাওয়ার আশা রেখে উপহার দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে .... সাক্ষর:

আবু হুরায়রা (রাদি.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ)বলেন:
"একে অপরকে উপহার দাও এবং একে অপরকে ভালবাস।"
(আল আদাব আল-মাফরাদ ৫৯৪)।

সূচিপত্রঃ

১. কুরআন পরিচিতি। ৩

২. কুরআন অবর্তীণ হওয়ার উদ্দেশ্য। ১৪

৩. কুরআন বুঝে তেলাওয়াতের প্রয়োজন কি ? ১৯

৪. কুরআনের হক্ক। ২৩

৫. কুরআনে কি আছে? ২৬

৬. কুরআন হচ্ছে পৃথিবীর বড় চ্যালেঞ্জের। ২৭

৭. কুরআন হচ্ছে ঈমান, আকিদা এবং শরিয়তের মূল উৎস। ২৯

৮. কুরআনে ১১৪ টি সূরার নাম, অর্থ ও আয়াত সংখ্যা। ৩৭

৯. কুরআন থেকেই কুরআনের নিজস্ব নাম সমূহ। ৪০

১০. কুরআন থেকে ৫৮টি দু'য়া। ৪২

১১. হাদীস থেকে ২৬ টি দু'য়া ৬৬

ভূমিকা

আউযু-বিল্লা-হি' মিনাশ্‌শাইতা'-নির্ রাজীম্; বিছ্‌মিল্লা-হির রাহমা'-নির রাহী'ম।

আল্লাহ্ বলেন: "যখন কুরআান পাঠ করবে তখন বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে।" (সূরা নাহ্ল ১৬:৯৮)।

মানুষ যা কিছু জানে ও শিখে, কিছুকাল পরে তা থেকে কিছু ভুলে যেতে পারে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং অজানাকে জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আদেশ: "হে রাসূল আপনি পৌছে দিন (প্রচার করুন) যা আপনার উপর আপনার 'রবের' পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন ও হাদীস), আর যদি তেমন না করেন তবে তো আপনি তার বাণী পৌছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসী কওমকে হেদায়াত করেন না।" (সূরা মায়দা ৫:৬৭)।

আমিও দ্বীন প্রচারের কিছু ভাগীদার হয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করতে চাই। কুরআন, সুন্নাহ এবং জান্নাতী সাহাবাগণের অনুসরণ করে চলতে ইচ্ছুক মুসলিমগণের জন্য অমার বইগুলি লেখা। দুনিয়াতে শান্তি, নিরাপত্তা, আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির জন্য সরল পথের অনুসন্ধান করছি। আল্লাহ্ বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা অবশ্যক যারা মানুষের কল্যানের দিকে আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিরে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে। এরাই হল সফলকাম।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১০৪)।

আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের মঙ্গলের জন্য তোমাদের আবির্ভাব করা হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজে নিশেধ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখ। আহ্লে কিতাব (ইহুদী ও নাসারা) যদি ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হত। তাদের মধ্যে কতক মু'মিন কিন্তু অধিকাংশ হল পাপাচারী-ফাসিক।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১১০)।

আল্লাহ্র নিকট দু'য়া করছি, বইটির মাধ্যমে পাঠক ও পাঠিকাদের দুনিয়াতে শান্তি, নিরাপত্তা ও আখিরাতের হিসাবকে সহজ করেন এবং চির শান্তির জান্নাতে দাখির করেন। আমিন!

১. কুরআন পরিচিতি।

কুরআন কি?

'কুরআন' قرآن আল্লাহ্ প্রেরিত আসমানী কিতাব আরবি ভাষায়। 'কুরআন' শব্দের বাংলা অর্থ- পঠিত, পাঠ করা, আবৃতি করা ইত্যাদি। কুরআনের অনেক সুন্দর সুন্দর নামও রয়েছে। যেমন- আল-কুরআন القرآن , কুরআনুল কারিম قُرْآنٌ الْكَرِيم, নূরা মুবিন نُورًا مُبِينً , আল-ফুরকান الْفُرْقَانَ, আল-হাকিম الْحَكِيمِ, আহ্ছানুল-হাদীস اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ, আল কিতাব الكتاب ইত্যাদি। প্রত্যেক নবী ও রাসূল (ﷺ)-কে কিতাবসহ প্রেরন করা হয়। সময়ের বিবর্তে ঐসব এলাকা ভিত্তিক কিতাব পরিবর্তিত, বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে শায়তানের অনুসরণ শুরু করে। আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের ইবাদত শুরু করে এবং অনৈতিক কাজে জরিত হয়। শায়তানের ইচ্ছাকে কার্যকরি করে মানুষকে জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। দুই হাজার বছর পূর্বে ঈসা (আ.)-এর উপর হিব্রুনী ভাষায় ইন্জিল কিতাব অবতীর্ন ইয়। কালের বিবর্তে ঐ ইন্জিল কিতাবও পরিবর্তীকালে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ্ কুরআন আল-কারীমকে সর্বশেষ ও একমাত্র আসমানী কিতাব হিসাবে অবর্তীণ করেন। মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নবী ও রাসূল হিসাবে আরবের মক্কা শহরে প্রেরন করেন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী ও রাসূল আসবেন না এবং কিতাবও অবর্তীণ হবে না।

কুরআন আকীদার মূল উৎস এবং মুসলিমগণের একমাত্র প্রধান ধর্মগ্রন্থ। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর ২৩ বছরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিন। তাঁর দীর্ঘ ৬৩ বছরে জীবনই ছিল সর্বশেষ এই কিতাবের বাস্তবায়ন।, কিয়ামত পর্যন্ত তার বিধি বিধান চলমান থাকবে যা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের মূল উৎস। কুরআন মুমিনের জন্য হেদায়াত এবং কাফেরদের জন্য অন্ধত্ব। কুরআন অনুসরণ করে এর নির্দেশনা মেনে চললে দুনিয়াতে সন্মান, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখিরাতে জান্নাত পাওয়া যাবে ইন্শা-আল্লাহ্।

আরবি শব্দ ও অর্থ মিলেই পূর্ণ কুরআন।

মনে রাখতে হবে কুরআন শুধু তেলাওয়াতগত শব্দ নয়; আরবি শব্দ ও আরবি অর্থ মিলে একসাথে পূর্ণ কুরআন। আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষার বর্ন দ্বারা শব্দ-লিখন বা শব্দের উচ্চারন লিখলে তাকে কুরআন বলা যাবে না। শুধু মাত্র আরবি ভাষার (ا ب ت ث ج ح خ....ي) এই ২৯টি অক্ষর দিয়ে লেখা শব্দই কুরআন। এমনকি কুরআনের বাংলা বা অন্য ভাষার অনুবাদকেও কুরআন বলা যাবে না। অনুবাদকে বলতে হবে কুরআনের বাংলা অথবা ইংরেজি অনুবাদ। Translation of the Quran. ইত্যাদি।

কুরআন একমাত্র আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবি এবং আরব দেশেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন: "যেসন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি আমার অয়াতসমুহ তেলাওয়াত করে তোমাদের শুনান, তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত এবং তোমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দেন যা তোমরা কখনও জানতে না।" (সূরা বাকারা ২:১৫১)। কুরআনের ভাষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "(কুরআন) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়"। (সূরা শু'আরা ২৬:১৯৫)।

পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কুরআন বুঝা সহজ, আল্লাহ্ বলেন: "আমি তা করেছি কুরআন, আরবি ভাষায়, যেন তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৩)।
কুরআনকে নাযিল করা হয়েছে বিধানরূপে এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন: "আর এরূপেই আমি কুরআনকে নাযিল করেছি এক বিধানরূপে আরবি ভাষায়। আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার জন্য কোন সাহায্যকারীও থাকবে না এবং কোন রক্ষাকারীও থাকবে না। (সূরা রা'দ ১৩: ৩৭)।

আরবদের ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ, এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন: "আর আমি যদি একে অনারব ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম তবে তারা অবশ্যই বলত: এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয় নি কেন? এ কেমন কথা, অনারবি (ভাষায়) কিতাব এবং আরবিভাষী রাসূল! আপনি বলুন: এটি মুমিনের জন্য হেদায়াত ও কল্বের রোগের আরোগ্য। কিন্তু যারা ঈমান আনে না তাদের কর্নে রয়েছে বধিরতা এবং এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্বস্বরূপ। তারা এমন যে, তাদেরকে যেন দূর থেকে আহবান করা হয়।" (সূরা হা-মিম-সিজদা ৪১:৪৪)। যখন কোন মানুষকে দূর থেকে আহবান করা হয় তখন সভাবতই সে ভালভাবে শুনতে পায় না।

কুরআন ওহীরূপে আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন: "এরূপে আমি আপনার আরবি ভাষায় কুরআনকে ওহীরূপে নাযিল করেছি, যেন আপনি সতর্ক করেন মক্কাবাসী এবং তার আশপাশের লোকদেরকে, এবং সতর্ক করেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যার সংঘটন সন্মন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। সে দিন একদল জান্নাতে একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা শূরা ৪২:৭)।

আরবি ভাষার কুরআন যা জালিমদেরকে সতর্ক এবং মোহ্সীনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন: "আর এর পূর্বে ছিল মুসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ এবং এ কিতাব তার সমর্থক, আরবি ভাষায়, যাতে তা জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং নেক্কার লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।" (সূরা আহ্কাফ ৪৬:১২)।

কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষার বিষয়ে আল্লাহর বাণী: "আর আমি অবশ্যই জানি যে, তারা (আরবি অমুসলিমগণ) বলে: তাকে তো শিক্ষা দেয় জনৈক মানুষ (*)। যাকে তারা ইঙ্গিত করে তার ভাষা আরবি নয়, অথচ এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।" (সূরা নাহল ১৬:১০৩)। (*) জনৈক মানুষ বুঝাতে একজন পার্শীকে (ইরানি) 'কর্মকারকে') ইংগিত করা হয়। অথচ সে অরবি ভাষায় তেমন পারদর্শী ছিল না।]

আরবি ভাষাতে কুরআন এ বিষয়ে আল্লাহ্র সতর্কবাণী: "এভাবেই আমি এ কিতাবকে আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে বিভিন্নরূপে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি, যাতে তারা ভয় করে, কিংবা এ কুরআন তাদের জন্য উপদেশ হয়।" (সূরা ত্বোহা ২০:১১৩)।

আরবি ভাষাতেই কুরআন, এ বিষয়ে আল্লাহ্র বাণী: "এ কুরআন আরবি ভাষায়, এতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই, যেন মানুষ সাবধান হয়।" (সূরা যুমার ৩৯:২৮)

কুরআনের ভাষা (আরবি) শিক্ষা।

মনের ভাব প্রকাশ করার নামই ভাষা। পৃথিবীতে প্রায় ৬,৫০০ টির মত ভাষা রয়েছে। কে এই ভাষা সৃষ্টি করেছে ? আল্লাহ্ বলেন: "তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই শিখিয়েছেন মনের কথা কথা প্রকাশ করতে।" (সূরা আর-রহমান ৫৫: ৩-৪)। আরবি ভাষা পৃথিবীর ৬ষ্ঠতম প্রাচিন ও সহজ ভাষা যা মানুষ সহজে শিখতে পারে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যে কোন শিক্ষার্থী ২৯ টি আরবি অক্ষর আয়ত্ব করে কুরআন (নাজিরা) পড়তে পারে। দেখে দেখে কুরআন পড়াকে নাজিরা তেলাওয়াত বলে। পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যা এত অল্প সময়ে কেহ আয়ত্ব করতে পারে। অথচ কুরআন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট ও উন্নত মানের সাহিত্যের ভাষায় লিখিত। এগুলি কুরআনের একটি বড় মুজিযা। পৃথিবীর সর্বত্র কিছু না কিছু মুসলিম জনগোষ্টি রয়েছে। তাদের মাতৃভাষা যাই হোক কুরআনের ভাষা অবশ্যই মৌখিক বা লিখিত আকারে তারা শিখে থাকে।

কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিন এবং সে ভাষাতেই অপরিবর্তীত ও অক্ষত অবস্থায় আছে। প্রতিদিন প্রতিমুহুর্তে সালাতে কুরআনের কিছু অংশ

তেলাওয়াত করার মাধ্যমে এর বিরামহীনতা পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান আছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি কুরআনেই আছে যা জানার জন্য কুরআনের ভাষা শিক্ষতে হবে অথবা অনুবাদ পড়তে হবে। এরসাথে যত খুশি ভাষা শিক্ষতে কোন দোষ নেই। পৃথিবীর মাতৃভাষা একটিই আর সেটি হচ্ছে মায়ের ভাষা। মায়ের নিকট থেকে শিশুগণ দিনে দিনে যে ভাষা শিক্ষে সেটাই মাতৃভাষা। আল্লাহ্ তার বানী কুরআনের আরবি ভাষাকে মাতৃভাষার ন্যায় সহজ করে দিয়েছেন। এর জন্য তেমন কোন বিষেশজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন হয় না। সাধারন আরবি ভাষা শিখার জন্য যেকোন আরবি ভাষা জানা শিক্ষক হলেই চলে। পৃথিবীর যেখানেই মস্‌জিদ আছে, সেখানেই মসজিদ ভিত্তিক কুরআন শিক্ষার ব্যাবস্থা আছে। মসজিদে ইবাদতের জন্য আসতে হলে, কুরআন ভিত্তিক ইবাদত জানতে হয়। মসজিদ ভিত্তিক কুরআন শিক্ষার ব্যাবস্থা না থাকলে এক সময় মসজিদ অনাবাদি ও তা ধ্বংশ হয়ে যেতে পারে। ইবাদতের জন্য যতটুকু আরবি শিক্ষার প্রয়োন তা সকল মুসলিমের জন্য জানা ফরজ। সর্বত্র মসজিদ ভিত্তিক কুরআন শিক্ষার ব্যাবস্থা থেকে যা শিখা যেতে পারে।

যারা দায়ী বা ধর্ম প্রচারক হতে চান, তাদেরকে উচু স্তরের আরবি শিক্ষার জন্য কোন মাদরাসা (ধর্মীয় বিদ্যালয়)-জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। ইসলামের মুল উৎস কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ এ সবই আরবি ভাষায় লিখিত আছে। উন্নত আরবি ভাষার কুরআন খেকে বিস্তারিত শিখতে হলে, শিক্ষককে মুসলিম ও আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। সর্বপরি ঐ শিক্ষক কুরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী এবং অনুসারী হতে হবে। তাহলেই সে সঠিক আরবি ভাষার কুরআন শিখতে পারবে। অন্যথায় সুফিবাদী, শিয়া, মুতাজিলী বা অন্য মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষক থেকে সঠিকভাবে আরবি ভাষা ও কুরআন শিখা নিশ্চিত নাও হতে পারে।

ভাষা বিষয়ে কিছু বলতেই হয়।

ভারত উপ-মহাদেশের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। এটি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব আঞ্চলিক ২২০ টিরও অধীক ভাষা রয়েছে। ফরাসী, পর্তুগীজ, পার্সি, মোগল এবং ইংরেজ ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী শাষক ভারত দখল ও শাষন করেছে। সবাই তাদের ভাষা এদেশের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। 'মোগল' তাদের শাষনকার্য পরিচালনার জন্য ফার্সি (ইারানী) ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা নির্ধারণ করেছিল। মোগলদের পতনের পর বৃটিশ তাদের ইংরেজি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা নির্ধারণ করে। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্থান ও ইন্ডিয়ার সৃষ্টি হলেও রাষ্ট্র ভাষা ইংরেজি রয়েই গেল। পরবর্তিতে পাকিস্থানী শাষক উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষনা করায়

বাংলাদেশের ছাত্রগণ তার বিরোধিতা করেছিল। সেই ভাষা আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্থান থেকে বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্রে পরিনত হয়েছিল। কিন্তু ভাষার সমস্যা রয়েই গেল।

১৯৬৯-৭০ পূর্ব পাকিস্থানের ঢাকা সহ সর্বত্র ছাত্র আন্দোলন চলতে থাকে। সেই ছাত্র আন্দোলনে পাবনা জেলা শহরের ডি,সি-আফিস ও জেলা-জজকোর্ট ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজি সাইনবোর্ড ভেঙ্গে দেয়ার মিছিলে আমিও ছিলাম। বাংলাদেশের সরল প্রান অনেক মানুষ আন্তর্জাতীক ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বর্জন করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার পরিনতি আজও ভোগ করছি। দুরদর্শিতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের সংকীর্নতার ফলে ধর্মীয় ও অন্যান্য নেতাগণ বিশ্বব্যাপি প্রচলিত ইংরেজি ভাষাকে বর্জন করার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। বাংলাদেশের মাদরাসায় বিশ্বব্যাপি প্রচলিত উচ্চ আরবি ভাষা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করলেও পাকিস্থানী উর্দু এবং ইরানী ফার্সি ভাষা শিখাতেই হিমসিম খেতে হয়। তথাকথিত ঐ উর্দু ও ফার্সি ভাষা পরিত্যাগ করতে অনেক সময় চলে যায়। অথচ পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে শিশুকাল থেকেই মাতৃভাষা এবং অন্য দু'টি ভাষা অর্থাৎ ৩টি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্যের অরব দেশগুলোতে আরবি মাতৃভাষার সাথে ইংরেজি ও ফ্রাঞ্চ ভাষা অর্থাৎ ৩টি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলাদেশে মাতৃভাষা, ইংরেজি ও আরবি অর্থাৎ ৩টি ভাষা শিক্ষা দিতে অসুবিধা কোথায় ? প্রতিবেশী ভারতে নিজ নিজ মাতৃভাষা, ইংরেজি ও হিন্দিসহ ৩টি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামুলক। সেই সাথে ভরতের মুসলিমগণকে আরবি ভাষাসহ ৪ টি ভাষা শিক্ষতে হয়। এর সাথে প্রয়োজনীয় অন্য শিক্ষায় অসুবিধা নেই।

আরবি ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মাদরাসার অবদান।

বৃটিশ শাষণ আমলে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় ধারার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসার সংখা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে। কিন্তু অরবি মাধ্যমের মাদরাসা তেমন দেখা যায় না। আরবি উচ্চ শিক্ষার জন্য আরব দেশগুলি বর্জন করে ভারতের দেওবন্দকে বেছে নেয়া হয়। ভাষা ক্রম হিসাবে আরবি ভাষা পৃথিবীর মধ্যে ৬ষ্ঠতম এবং প্রয় ৪৩ কোটি মানুষের ভাষা। বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে ৭ম এবং প্রয় ৩৫ কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে।

এদেশে কিছু মাদরাসাকে 'জামিয়া' অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়ে পরিচালনা করা হয়। সেগুলি তেমন বিশ্ববিদ্যালয় মানের নয়। সরকারী বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড সৃষ্টি করা হয়। শুধু আলিয়া মাদরাসা এর আওতায় আনা হয়। কিন্তু বিড়াট সংখ্যক কওমী মাদরাসা এর বাইরে রয়েছে। যেগুলি বেসরকারী "কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড" দ্বারা

পরিচালিত হলেও মাদরাসার পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্য সুচিতে ভিন্নতা রয়েছে। যা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাবস্থায় বিভাযোন সৃষ্টি করেছে।

অতি উৎসাহী কিছু সরকারী লোক ভাষা শিক্ষার বিষয়ে বারাবারি করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ড তাদের সিলেবাস থেকে আরবি ভাষা উঠিয়ে দিয়েছিল যা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য দুর্ভাগ্য অর্থাৎ মাতৃভাষার সাথে শুধু ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে তৃতীয় আরবি ভাষা শিক্ষা থেখে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে বিশ্বের ২৫টির বেশী দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। এছাড়া বিশ্বের যেখানেই মুসলিম আছে সেখানেই আরবি ভাষা আছে। আরবি মুসলিমদের ঈমানী ভাষা যা বর্জন করলে সে মুমিন হতে পারবে না।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ড প্রাথমিক, মাধ্যকিক ও উচ্চ মাধ্যকিক বিদ্যালয় গুলোতে সবচেয়ে বেশী ছাত্র পড়া-শুনা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা, সরকারী প্রসাশন ও প্রতিরক্ষা কর্মে তারাই চাকুরি পায়। তারা আরবি ভাষা শিক্ষা এবং কুরআনের আদর্শ থেকে বাঞ্চিত। অল্প আয়োতনের বাংলাদেশে প্রায় ১৮ কোটি জনসংখার কর্মসংস্থান করা কঠিন। মধ্য-প্রাচ্চের আরবি দেশগুলোতে কাজের জন্য লোকের চাহিদা রয়েছে। সাধারন শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা পেষাগত কাজ ভাল জানলেও আরবি ভাষা না জানার কারনে উন্নতি করতে পারে না। অপর দিকে মাদরাসা থেকে শিক্ষিত লোকেরা আরবি ভাষা জানলেও পেষাগত কাজ না জানার কারনে চাকুরী পায় না। ফলে উভয়ই বেকার হয়ে পরে। আরবি ভাসা ও কুরআনের প্রতি অবহেলার কারনে অনেকেহ পূর্ণ জ্ঞানি ও পূর্ণ মু'মিন হয় না। কুরআন বিহীন শিক্ষা, প্রসাশন ও নিরাপত্যায় নিযুক্ত লোক থেকে ভাল কিছু আশা করা মরুভুমিতে পানির সন্ধান করা মাত্র।

মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে কি ?

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি আছে বলে মনে করি। বাংলাদেশী সবাই স্বাধীন প্রিয় হলেও ধর্মপ্রান মানুষও বটে। কোন এক ছাত্রের ভুল সিদ্ধাতের কারনে সে নিজে ও তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অপরদিকে শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্তের কারনে ছাত্র-সমাজ এবং জাতীয় জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। জীবন দক্ষতা, ধর্ম ও শিক্ষার সাথে রুটি রুজির সম্পর্ক রয়েছে। অভিভাবক ও শিক্ষক বুঝে শুনে প্রতিটি ছাত্রের মেধা, মানষীক ও শারিরীক স্বক্ষমতা অনুযায় তাদের শিক্ষার বিষয় নির্ধারণ করা আবশ্যক। মুসলিমদের ধর্ম-শিক্ষা ও ধর্ম-প্রচার বা 'দায়ীর' জন্য যে পরিমান জনবল প্রয়োজন আছে, শুধু তাদেরই মাদরাসায় উচ্চ শিক্ষা দেয়া আবশ্যক।

জীবন-জিবিকার জন্যঅবসিষ্ট চাত্রকে পেশাগত কারিগরী শিক্ষা দিতে হবে। যেন তারা সরকারী প্রশাসন ও নিরাপত্যার চাকুরী করতে পারে। তারা মাদরাসার প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে স্কুল ও কলেজে পুনরায় ভর্তি হবে। সেখানে তারা সরকারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় ডিগ্রী নিবে। সরকারী চাকুরি পাওয়ার জন্য যোগ্যতা বি,সি,এস পরিক্ষায় পাশ করবে। তারপর প্রশাসনের জন্য ও,সি, এস,পি; ডি,সি, সেক্রেটারী, সেনাবাহিনীর মেজর, কর্নেল, ইত্যাদি অফিসার পদে যাওয়ার জন্য চেষ্ট করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকঠ সাহায্য চেয়ে দু'য়া করবে। এভাবে কিছু আল্লাহ্‌ভীরু ও সৎ লোকের সাষন চালু হবে ইন্‌শা আল্লাহ্‌।

মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের জন্য কিছু আত্বহুতী দিতে হয়। মাদরাসা থেকে কিছ ছাত্র স্কুলে স্থানান্তর হলে মাদরাসার ছাত্র কমে যাবে এই সংকীর্ন মনোভাব ছাড়তে হবে। শুধু মক্তব ও মাদরাসা থেকেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়া হবে। এ ধরনের পুরাতন চিন্তা ভাবনা ত্যগ করে সকল ধরনের স্কুল ও কলেজে আরাবি ভাষা ও কুরআনের শিক্ষা বাধ্যতামুলক করতে হবে। এজন্য জনগণের মধ্যে জনমত তৈরী করতে হবে। কুরআন হল সকল বিজ্ঞানের উৎস। কুরআন ছাড়া যে কোন উচ্চ শিক্ষার দাবী মুলত অসম্পূর্ণ শিক্ষার নামান্তর মাত্র। কুরআন শিক্ষার সুফলের পক্ষে সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বুঝাতে হবে। প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে সব ধরনের শান্তি ও নিরাপদ সমাজ আশা করা যায়।

কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস।

কুরআন হল মানুষ ও জ্বিন জাতীর জন সকল জ্ঞানের উৎস। Quran is the source of all sciences অর্থাৎ-কুরআন হল সকল বিজ্ঞানের উৎস। পৃথিবীতে জন্ম থেকে মৃত্যু এবং আখিরাতের স্থায়ী সুখ ও দু:খের বিষয়ে এ বইতে বিবরণ আছে। মানুষের জন্য বিভিন্য বিষয় বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ বলেন: ". . . আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখা, যা হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ মুসলিমদের জন্য।" (সূরা নাহ্‌ল ১৬:৮৯)। অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন: ". . .আমি কোন কিছু কুরআনে লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি। অবশেষে সবাইকে তাদের 'রবের' কাছে একত্র করা হবে।" (সূরা আন'আম ৬:৩৮)।

মানুষ যেযুগে কুরআন শিক্ষা ও বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করেছে, সেযুগে তারা তত উন্নত ও নিরাপত্তার জীবন পেয়েছে। এদেশে স্কুল থেকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে শুধু মডেল বিহীন 'নৈতিক শিক্ষা'। এ শিক্ষার দ্বারা মানুষ সৎ হতে পারে না। সৎ হওয়ার জন্য যে কোন একটি মডেল প্রয়োজন। মাদরাসা থেকে আরবি ভাষা ও

ফিক্‌হ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কুরআন ও হাদীস শিক্ষার উপর গবেষোনা ও বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। অনেকেই কুরআনকে লোক দেখানো আচার অনুষ্ঠানের অলংকার হিসাবে ব্যবহার করছে। কুরআন সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে বিশ্বাস, বাস্তবায়ন ও অনুসরণের চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য আশা করা যায়।

শুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য শুর বা 'মুছিকা' নয়। তবে তেলাওয়াতে শুর বা 'মুছিকা' একটি সৌন্দর্য্য। সমাজের অনেকেই কুরআন তেলাওয়াতের শুরের ভক্ত হয়ে যায়। তারা শুধু তেলাওয়াতের শুর শুনতে পছন্দ করে। আরবি গ্রামার জেনে, সঠিক মাখ্‌রাজ, হরকত ও বিরাম চিহ্ন মেনে কুরআন তেলাওয়াত করলে তা মানুষের অন্তর স্পর্শ করবেই। সবার কণ্ঠ-স্বর এক রকম না হলেও মিষ্টি শুরে তেলাওয়াত করার হুকুম অছে। দাউদ (আ.)-এর জাব্বুর কিতাব তেলাওয়াতের শুর খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কুরআন তেলাওয়াতের শুর মানুষের অন্তর স্পর্শ করত। তাই অবিশ্বাসীগণও তাঁর তেলাওয়াত শুনার জন্য রাত্রীর অন্ধকারে গোপনে আগমন করত।

আরবি ভাষার পরিবর্তন নেই।

পৃথিবীর অনেক ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিলুপ্তীর উদাহরন আছে। সংস্কৃতি ভাষা একসময় হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা ছিল। বর্তমানে তা প্রায় বিলুপ্তীর পথে। কোন জনগোষ্টিই একে মাতৃ ভাষা হিসাবে প্রহন করেনি এবং সেটি কেউ তা ধারণ করেও রাখেনি। প্রতি শত বছরে অনেক ভাষার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এরুপ বাংলা ভাষার মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। তবে হাজার হাজার বছরে আরবি ভাষার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। এলাকা ভিত্তিক শহরী ভাষার মধ্যে কিছু বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ লখ্য করা গেলেও অরবি সাহিত্যে তেমন কোন পরিবর্তন নেই।

ইদানিং পশ্চিমাদের চক্রান্তে আরবি সংখ্যার বর্ণমালার পরিবর্তন হয়েছে; তবে উচ্চারন অপরিবর্তিত আছে। পূর্বে সংখ্যাগুলির লেখার ধরণ আরবি, ফার্সি এবং উর্দু ভাষা প্রায় একইরুপ ছিল। ১৯৯০ এর দিকে মধ্যপ্রাচ্যে আধীপত্য বিস্তার নিয়ে শুরু হওয়া যুদ্ধের নানা কৌশলের মধ্যে এটি তাদের বড় বিজয় ছিল। হাজার বছরের ঐতিজ্য ভেঙ্গে সাময়িক সুবিধার জন্য এ পরিবর্তন কতটুকু মঙ্গল হবে তা সময়ই বলে দিবে। আরব দেশে থাকা কালীন সময়ে আমি দেখেছি,

দুবাই, রিয়াদ শহরের বিভিন্ন হোটেলে আরবি ভাষার উপর সেমিনার বা সম্মেলন করা হত।

পত্র-পত্রিকায় নানা ভাবে সেখানে এটাই বুঝানো হয়েছে যে প্রচীনকালের আরবিদের লিখা (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) সংখ্যা ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তারা এটা আরবিদের ফিরিয়ে দিতে চায়। পশ্চিমাগণ আরও বুঝাতে সক্ষম হয় যে, আরবিতে চলমান লিখিত সংখ্যা (٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩) পূর্ব জামানায় হিন্দুস্থান থেকে নেয়া হয়েছিল। আরব দেশে বসবাসরত অনারবগণও এর পক্ষে ছিল। কারন সংবাদ পত্র, চিঠি, কম্পিউটারে সংখ্যাগুলি ইংরেজিতে লিখার কারনে সময়, তারিখ ও পরিমান বিষয়ে সবাই সহজে অনুমান করতে সক্ষম হবে। সংখ্যার মাধ্যমে যত গোপন কিছু লেখা হোক না কেন, তার অনেক কিছু অনুমান করা সম্ভব।

পারসিয়ানগণ প্রথম তাদের ফার্সি ভাষার মাধ্যমে আরবি ভাষা শিক্ষার প্রচলন শুরু করেছিল, যা এখনও চলমান আছে। ভারত উপমহাদেশ অনেকগুলো স্বাধীন দেশে বিভক্ত হয়েছে বটে কিন্তু অরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েই গেছে। বর্তমানে তার সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আলেমগণ এতোদিন আরবি হরফের উচ্চারণে ফার্সি কায়দায় আলিফ, বে, তে, ছে ইত্যাদির পরিবর্তে আরবি কায়দা আলিফ, বা, তা, ছা ইত্যাদি শুরু করেছেন। পরিবর্তনের আরও বাকী আছে। আরবি স্বরবর্ণের চিহ্নগুলো যেমন- যের, যবর, পেশ ইত্যাদি ফার্সি ভাষায় না শিখিয়ে শুদ্ধ আরবি ভাষায় যেমন- ফাতাহ, দোম্মা, কাছরা ইত্যাদি শিখান উত্তম নয় কি? আরবি ব্যাকরণ পুরোপুরি মক্কা-মদীনার আরবি কায়দার অনুসরণ করাই সহজ ও নিরাপদ। যেমন শুদ্ধ ইংরেজি শিখতে হলে অক্সফোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ করতে হয়।

কুরআনের শব্দ, অর্থ ও তাফসীরের সংরক্ষন বা হিফাযত।

কুরআন অবর্তীণ হওয়ার শুরু থেকেই নবী (ﷺ)-এর স্মৃতিতে তা সংরক্ষিত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ কুরআনকে নবী (ﷺ)-এর শ্রুতি থেকে বাকী সাহাবাদের স্মৃতিতেও সংরক্ষন করেন। প্রতিটি আয়াত অবতীর্ন হওয়ার সাথে সাথে অনেক সাহাবা নিজে মুখস্ত করেন এবং লিখেও রাখতেন, যাদেরকে 'কাতাবে ওয়াহী' বলা হয়। এভাবে ছয় হাজারের বেশী অয়াত বিসিষ্ট সম্পূর্ণ কুরআন একজন মুসলিম হিফজ (স্মৃতিতে সংরক্ষন) করতে পারেন। পৃথিবীর সবদেশ ও জাতীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ হাফিজের অন্তরে কুরআন সংরক্ষিত আছে। এভাবে আল্লাহ্ নিজে কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। গত দের হাজার বছরে কুরআন অপরিবর্তীত আছে। আল্লাহ্ বলেন: "আমি স্বয়ং এ কুরআন নাযিল

(অবতীর্ণ) করেছি এবং আমি স্বয়ং এর হিফাযতকারী।" (সূরা হিজর ১৫:৯)। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এর কোর পরিবর্তন হবে না।

কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম (বানী) যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। আল্লাহ্ বলেন: "বস্তুত এটি মহা সন্মানিত কুরআন। যা লাওহে মাহফুজে হিফাজতে আছে।
(সংরক্ষিত আছে)।" (সূরা বুরূজ ৮৫:২১-২২)। পূর্বে অবতীর্ণ কোন কিতাবের হিফাজতে বিষয়ে তেমন কোন অঙ্গীকার পাওয়া যায় না। অন্য ধর্মের লোকেরা ছোট ছোট পংক্তি, কবিতা ও গান দেখে দেখে পড়ে থাকে।

পৃথিবীর কোন গ্রন্থ কেহই সম্পূর্ণ মুখস্ত বা হিফ্‌জ করতে পারেনি। অথচ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার কুরআন মুখস্ত বা হিফ্‌জ করা সম্ভব। এর চেয়ে বড় অলৌকিক আর কি হতে পারে? আরও আশ্চার্য বিষয় আল্লাহ্ কুরআনের শব্দ, অর্থ এবং তাফসীরও হিফাজত করেছেন। নবী (ﷺ)-এর নিকট থেকে লক্ষ লক্ষ সাহাবা (রাদি.) কুরআনের শব্দ, অর্থ এবং তাফসীর শিখেছেন বুঝেছেন এবং লিখেও রেখেছেন। তা না হলে পরবর্তিতে বহু ইখ্‌তিলাফ হওয়ার আশংকা ছিল। এ কারনেই কেহ কুরআনের কোন ভুল ব্যাখা করলে সহজেই ধরা পড়ে। সাহাবা (রাদি.) রাসূল (ﷺ) থেকে কুরআনের আয়াতগুলির শব্দ, অর্থ এবং তাফসীর যেভাবে শিখেছিলেন সেভাবেই বিভিন্ন হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে।

২. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য কুরআনেই বনির্ত হয়েছে।
১) নং- উদ্দেশ্য, কুরআনের তেলাওয়াত করা।
২) নং- উদ্দেশ্য, কুরআনের অর্থ বুঝা।
৩) নং উদ্দেশ্য, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।
৪) নং উদ্দেশ্য, কুরআনের বিভিন অয়াত থেকে উপদেশ গ্রহন ও আমল করা।

১) নং- উদ্দেশ্য, কুরআনের তেলাওয়াত করা।

রাসূল (ﷺ)-এর উপর কুরআনের প্রথম যে ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয় তার শুরু হয় ইক্‌রা اِقْرَأْ শব্দ দ্বারা। যার অর্থ- "পাঠ কর! তোমার রবের নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক ৯৬:১)। কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ اِقْرَأْ (ইক্‌রা) অর্থ- পাঠ কর বা তেলাওয়াত কর। তিলাওয়াতে প্রতি হরফে সওয়াব পাওয়া যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কুরআন তিলাওয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত ছাড়া সালাত হয় না। কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রাসূল (ﷺ) তা মুখস্ত করে নিতেন। বার বার দ্রুত তেলাওয়াতের মাধ্যমে তা স্বীয় স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন। তার দ্রুততা ও ব্যাকুলতার জনা তাকে সান্তনা দেয়া হত।
আল্লাহ্ বলেন: "ওয়াহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা তার সাথে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষন ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (সূরা কিয়ামা ৭৫:১৬-১৭)।

আল্লাহ্ বলেন: "নিশ্চয় তাহা (কুরআন) আপনার এবং আপনার কাওমের জন্য উপদেশ বানী; আর অচিরেই আপনাদেরকে এ বিষিয়ে প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৪৪)।
আল্লাহ্ বলেন: "এ কিতাব (কুরআন) আমি নাজিল করেছি যা অতী বরকতময়। অতএব এর অনুসরণ করুন এবং সতর্ক হন, হয়তো আপনারা لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ রহমতপ্রাপ্ত হন।" (সূরা আন'আম ৬:১৫৫)।

২) নং- উদ্দেশ্য, কুরআনের অর্থ বুঝা।

কুরআন মানব জাতী ও মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। যদি কেহ শুধু তেলাওয়াত করে এবং তা বুঝার চেষ্টা না করে তাহলে হেদায়াত পাবে কিভাবে। কুরআন বুঝার জন্য আল্লাহ্ বলেন: "আমি (আল্লাহ্) একে অবতীর্ণ করেছি কুরআন রুপে আরবি ভাষায়, لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা ইউসুফ ১২:২)।

এরুপ অনেক আয়াতের শেষে বর্ণিত আছে "লা-য়াল্লাকুম তা'কিলুন" অর্থাৎ যাতে তোমরা বুঝতে পার। "...আফালা তাতাযা'ক্কারূন أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ" অর্থাৎ তবুও তোমরা ভেবে দেখ না? (সূরা অন-আম ৬:৮০)। আল্লাহ্ বলেন: "লা-য়াল্লাকুম তাজাক্করুন", "তাদাব্বার" ইত্যাদি। এ কথাগুলি বুঝতে হলে হয় সমস্ত মানব জাতী ও মুসলিমকে আরবি ভাষা পূর্ণরূপে শিখতে ও জানতে হবে। অথবা তাদের নিজ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ পড়ে বুঝতে হবে। কুরআনের অনেক আয়াতের শেষে "লা-আল্লাকুম তা'কিলুন", "লা-আল্লাকুম তাজাক্কারূন", "মা তাজাক্কারূন" এবং "ফালাও লা তাজাক্কারূন" বাক্যগুলি আছে। কোন আয়াতের শেষে আছে "তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা সাফ্ফাত ৩৭:১৫৫)। এবার চিন্তা করুন কুরআনের অনুবাদ পড়বেন কি? কুরআনের ২:১৮৭, ২:২২৯, ২:২৩০, ৪:১৩, ৯:৯৭, ৫৪:৪, ৬৫:১ আয়াতের শেষে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করেন আরবি ভাষায়। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা- تِلْكَ حُدُودُ اللهِ, অথচ

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভাষাতো আরবি নয়। তাহলে যাদের ভাষা আরবি নয় তাদের জন্য কি বিধান? নিশ্চয় আরবি ভাষা শিখতে হবে অথবা অনুবাদ পড়তে হবে। অনেক আয়াত ও হাদীসে আছে যাতে আরবি ভাষায় ও মাতৃভাষায় কুরআন বুঝার কথা বলা হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মাত্র ২০% আরবি ভাষাভাষী। বাকী ৮০% মুসলিমের ভাষা আরবি নয়। অনারব-মুসলিমের জন্য তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ ছাড়া কুরআন ও সহীহ-হাদীসে বর্ণিত দ্বীন-ইসলাম বুঝা ও পালন করা কি সম্ভব? এজন্য আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির মধ্যে কিছু লোককে আরবি ভাষা শিক্ষার সুযোগ দিয়েছেন। তারা আরবি ভাষা হতে তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে জাতির বাকী জনগণকে কুরআন ও হাদীস বোঝার সুবিধা করে দিয়ে থাকেন।

৩) নং উদ্দেশ্য, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।

কুরআন মানব জীবনের জন্য পূর্ণ জীবন ব্যাবস্থা। রাসূল (ﷺ) কুরআনকে তার জীবনে বাস্তবায়নের উদাহরন সৃষ্টি করে দেখিয়েছেণ। কুরআন পাঠকারীকে অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ্ বলেন: "এ কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সাদ ৩৮:২৯)। কুরআন বোঝা ও সেই অনুযায় আমল করা সহজ, এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন: "নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহনের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোন উপদেশ গ্রহনকারী আছে কি ? (সূরা কালাম ৫৪:১৭,২২,৩২,৪০)। কুরআন বুঝা সহজ আয়াতটি ৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এক শ্রেনীর মানুষ এর বিপরীত বলে থাকে কুরআন বুঝা কঠিন। এ শ্রেনীর মানুষ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন: " তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, তবে কি তদের অন্তর তালাবদ্ধ আছে ? " (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৪)

৪ নং উদ্দেশ্য, কুরআনের বিভিন অয়াত থেকে উপদেশ গ্রহন ও আমল করা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) **২৩ বছরে** কুরআনের বাস্তবায়ন করেছেন এবং পরবর্তী ৩০ বছর খোলাফায়ে রাশেদীন [অবু বকর (রাদি.), ওমর (রাদি.), উসমান (রাদি.) এবং আলী (রাদি.)] এর ধারাবাহিকতা বাস্তবায়ন করেছেন। এরা সবাই জান্নাতী এবং আমাদের জন্য আদর্শ বা মডেল নয় কি ? আমাদের দেশে যুবসমাজের কিছ অংশ না বুঝে বলে, অমুকের আদর্শ তমুকের আদর্শ ধারণ করবে। উপরে উল্লেখিত জান্নাতীগণের আদর্শ ধারণ করায় দোষ কি? ক্ষনস্থায়ী জীবনে যা

পাওয়ার তাতো পাবই, অফুরান্ত কালের নিয়ামত জান্নাত পেতে সাহাবাদের আদর্শ ধারণ করার চেস্টা করায় কে বাধা দেয় ?

কুরআনের হাফিজদে উপর কুরআনের হক।

বাঙ্গালী হাফিজগণ যারা এত কষ্ট করে কুরআন হিফ্জ করেছেন এবং তাদের অন্তর ও স্মৃতি থেকে তিলাওয়াত করে থাকেন। তাদের উপর কুরআনের হক রয়েছে এর অর্থ বুঝার জন্য। বাঙ্গালী বিজ্ঞ আলেমগনের সংকলিত অনেক অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায়। যে কোন একটি অনুবাদ সংগ্রহ করে মহান বানীর মর্ম অনুধাবন করে আমল করার চেষ্টা করলে পূর্ণ হাফিজের মর্যাদা পাওয়া যাবে। আদেশ, নিষেধ, কর্ম এবং কর্মফল বুঝতে সক্ষম হওয়া যাবে। অজ্ঞতাবশত কখনো কুরআন বিরোধী আমল থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করায় দোষ কি? আমরা প্রতি সালাতে কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করি। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত হয় না। কিন্তু কি তিলাওয়াত করছি, তা না বোঝার কারণে তাঁর বিপরীত কাজ করে থাকি। প্রতিদিন আরবি ভাষায় মুনাজাত ও দোয়ায় আমরা কি চাই তাও না বোঝার কারণে মনোযোগ আসে না। ফলে আমরা সারাজীবন শুধু আমিন আর আমিন বলছি। একবার অর্থ জেনে কিছু বোঝার চেষ্টা করায় দোষ কি ?

আরবি ভাষা সহজ এবং সহজেই তিলাওয়াত শেখা যায়। সেই সাথে বাংলা অর্থ জানলে এর প্রায়োগিক জ্ঞান ও উদ্দেশ্য মোতাবেক আমল করা সহজ হয়। ইসলামের যাবতীয় আদেশ নিষেধ কুরআন ও এর ব্যাখ্যা সহীহ-হাদীস হতেই নিতে হবে। অরবি ভাষার হাফিজগণ তিলাওয়াতের সাথে সাথে তাদের আওয়াজে সুখ ও দু:খ প্রকাশ পায়। অনারবি ভাষার হাফিজগণের দ্রুত ও বিরামহীন তিলাওয়াতে তা প্রকাশ পায় না। প্রশ্ন তিলাওয়াতের সাথে অনুবাদ না বুঝলে সেটা اِقْرَأْ ইক্‌রা বা পাঠ কড়ার সম্পূর্ণ শর্ত আদায় হবে কি ?

কুরআন কিয়ামতে শাফায়াত করবে
পিরের মুরিদ না হয়ে কুরআনের মুরিদ হওয়াই নিরাপদ।

কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত আমানত, নুর, রুহের খোরাক এবং অন্তরের রোগের আরোগ্য। কুরআন কিয়ামতের দিনে শাফায়াত করবে। সুতরাং পিরের মুরিদ না হয়ে কুরআনের মুরিদ হওয়াই নিরাপদ। সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। কুরআন শিক্ষা করে শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া যায়। কুরআন শিক্ষার অর্থ শুধু আরবি ভাষায় কুরআনের শব্দগুলো তিলাওয়াত ও মুখস্থ বা হিফ্জ করা নয়। নিজের ভাষায় এর অর্থ জেনে ধর্মীয় আদেশ ও নিষেধ,

কোনটি কুরআনের আদেশ এবং কোনটি সহীহ-হাদীসের আদেশ, সেই অনুযায়ী আমল করাই উত্তম।

কুরআনে আছে আল্লাহর মারিফাত বা পরিচয়।

আল্লাহ্ কে? আল্লাহ্ কোথায়? আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ঈমান আনা। অনেক আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তার গুনগত নাম ও পরিচয় দিয়েছেন। আকীদা, হারাম, হালাল, আদেশ-নিষেধ, হুকুম, কিছাস সমূহ, মৃতগণ শোনে না এবং কিছু মূতাশাবিহার আয়াত যার অর্থ স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশি আলেম যারা আরবি ভাষা শিখেছেন, অনেকে আরব দেশে গিয়া আরবিতে উচ্চ শিক্ষালাভ করেছেন, শিক্ষকতা ও ঈমামতি করেছেন এবং এখনও করছেন, তারা আরবি থেকে মাতৃভাষা বাংলায় কুরআন ও হাদীসের বাংলা অনুবাদ করতে সক্ষম। বাংলা অনুবাদ পাঠ করে প্রাথমিক বিষয়গুলো ঈমান, শিরক, বিদাত জানা সম্ভব। মাতৃ ভাষার সাথে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের প্রথম কর্তব্য।

কেবল জ্ঞানী লোকদের জন্য আল্লাহর বাণী: "এটি একটি কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি ভাষায় কুরআনরুপে জ্ঞানী লোকদের জন্য।" (সূরা হা-মিম-সিজদা ৪১:৩)।
হাদীস থেকে কুরআনের প্রকৃত, সঠিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিতে হবে। কুরআন দলিল স্বরূপ এবং হাদীস তাঁর নক্শা স্বরূপ। কুরআনের শারিয়াহ অর্থ এবং প্রায়োগিক জ্ঞান হাদীস থেকেই জানা যায়। সবার নিকট এক-কপি কুরআন ও হাদীসের বাংলা অনুবাদ থাকা প্রয়োজন। এই পবিত্র জ্ঞান চর্চা জীবনকে করবে বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর। চেষ্টা করলে আল্লাহ সবাইকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষার তাওফিক, দ্বীনের খায়ের এবং হিদায়েত দিবেন ইনশা-আল্লাহ।

কুরআন বুঝে পাঠ ও জ্ঞান অর্জন করার ফজিলত বিষয়ে হাদীস হল। "আব্বাস বিন আব্দুল্লাহ ওয়াসিতী (রহ.) . . . হতে আবু-যার (রাদি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বললেন: হে আবু-যার! সকালে কুরআনের ১টি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য ১০০ রাকাত নফল সালাতের চাইতে উত্তম। সকাল বেলা জ্ঞানের কোন অনুচ্ছেদ শিক্ষা করা তোমার জন্য ১,০০০ রাকাত নফল সালাতের চাইতে উত্তম, তা তুমি তদনুযায়ী আমল কর কিংবা না কর।" (সুনানু ইবনে মাজা ই.ফা. ২১৯ তা.পা. ৩৬/৯/২১৯)। কুরআন হচ্ছে দ্বীন ইসলামের ঈমান ও আকিদার প্রথম মূল উৎস। সুতরাং প্রত্যেক নারী পুরুষকে কুরআন শিখতেই হবে। যারা কুরআন তেলাওয়াত শিখবে, অর্থ জানবে, এবং আমল করবে কুরআন কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সুপারিস করবে, যার

মাধ্যমে জান্নাতের আশা করা যায়। কুরআন ছাড়া ইসলাম, ঈমান, সালাত পূর্ণ হয় না এবং কবরের প্রশ্নের উত্তর হবে না।

কবরে মুমিন ব্যাক্তি ৩টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে তাকে ৪র্থ প্রশ্ন করা হবে: তুমি কিরূপে জেনেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি কুরআন পড়েছি এবং এর উপর ঈমান এনেছি ও সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। (তফসির ইব্ন কাছির সুরা ইবরাহিম ১৪:২৭, সহীহ্ আত-তিরমিযী হা: ৩১২০)

৩. কুরআন বুঝে তেলাওয়াতের প্রয়োজন কি ?

কুরআন বুঝে বা না বুঝে তেলাওয়াত করায় অবশ্যই সাওয়াব আছে, এতে কার কোন দ্বিমত নেই। মু'মিন তেলাওয়াতে অবশ্যই সাওয়াব পাবে। তবে না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করায় কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কুরআন পূর্ণ মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক। শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে হেদায়াতের পথের সন্ধান পাওয় যাবে কি করে। একে বিশ্বাস করা এবং অর্থ বুঝে নিজের জীবনে এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

কুরআন অবর্তীণ হওয়ার ১ম. কারন হচ্চে মুত্তাকীসহ সকল মানুষের হিদায়াত করা।

কুরআন অবর্তীণ হওয়ার ২য় কারন হচ্চে কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষনা (তাদাব্বর) করা।

৩য় কারন হচ্ছে এর হুকুম অনুসারে আমল করা। বাংলাদেশের আলেম সমাজ ও সাধারণ মানুষ (আমল করুক বা না করুক) সকলেই একমত যে কুরআন জানতে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে ও আমল করতে হবে।

তবে এ নিয়ে কিছু আলেমের দ্বিমত (ইখ্তিলাফ) আছে। অর্থাৎ কুরআন কে জানবে? কে বুঝবে? কে আমল করবে? বাংলাদেশের বেশ কিছু আলেম মনে করে, একমাত্র দেশীয় মাদরাসা থেকে কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ কুরআন বুঝবে না। আরও তাদের নিজস্ব ধারনা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত জ্ঞানীগণ ও সাধারণ জনগণ কুরআন বুঝার প্রয়োজন নেই। এর জন্য মানব রচিত কিছু দলিলও তারা পেশ করেন। যেমন তারা বলেন কুরআন বুঝতে হলে ১৮টি ইলেম লাগবে, তারা বলতে চায় একমাত্র মাদরাসা পড়ুয়া আলেমগণ কুরআন পড়বে, অনুবাদ ও তফসির বুঝবে এবং তারা যা বুঝেছে সেটাই অন্যদের মাঝে প্রচার করবে। সমাজের অন কেহ কুরআনকে নিজে নিজে বুঝতে চেস্টা করবে না। (অনেকটা দাদাদের ব্রাহ্মণ প্রথার ন্যায়। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই বেদ বাক্য পড়বে, অন্য কেহ শুনলে তার কানে শিশা ঢেলে দিতে হবে।)

কুরআন কি তাই? লক্ষ লক্ষ অনারব কুরআনের হাফিজ তাদের কি বিধান? তারা অরবিতে কুরআন তেলাওয়াত করে সম্পুর্ণ মুখস্ত করেছেন। তারা নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ পড়ে কুরআন বুঝে থাকেন ও আমল করেন। মহা বিজ্ঞানময় কুরআন না বুঝলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকবে। অনেক মানুষের ধারণা করে যে, কুরআন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সম্বলিত একটি কিতাব। কিন্তু কুরআনের মাত্র কিছু আয়াতে আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে। আর বাকি অংশ মানুষের অন্তর, লেনদেন, ব্যবসা ও পরস্প সম্পর্কের আলোচনা করা হযছে। মহা বিশ্বের বিশ্বয়কর তথ্য, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানা ইতিহাস
বর্ণিত হয়েছে। "হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছে (مَوْعِظَةٌ ওয়াজ) উপদেশ তোমাদের 'রবের' তরফ থেকে এবং অন্তরে (فِي الصُّدُورِ) যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনের জন্য হেদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৭)।

কুরআনে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধসমূহ না জানা ও না বুঝার কারনে পাপের পথ থেকে ফিরে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত হয়। ফলে কিয়ামতের দিন ঐ বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত জনতার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) অল্লাহ্‌র নিকট মামলা দায়ের করবেন। "সে (জালিম) তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল কুরআন থেকে, তা (কুরআন) অমার কাছে আসার পরে। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক। রাসূল বলবেন: হে আমার 'রব'! আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য (هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) মনে করেছিল।" (সূরা ফুরকান ২৫:২৯-৩০)।

কুরআনে মানুষের (قُلُوبِهِمْ) কল্বে বা অন্তরে রোগ নির্ণয় ও নিরাময় করে।

মানুষের শরীরের রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার আছে। মানুষের অন্তরের রোগ নির্ণয়ের জন্য এবং রোগ নিরাময়ের জন্য তেমনি আল্লাহ্ কুরআনে নানা উদাহরণসহ আয়াত এবং হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হিংসা, হাছাদ, সন্দেহ, কুপ্রবত্তির, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, ইবাদতে শির্‌ক করা ইত্যাদি সবই কলবের বা অন্তরের রোগ। এ রোগের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তাদের قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ কল্বে রোগ রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যা বলত।" (সূরা বাকারা ২:১০)। "যাদের قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ কল্বে রোগ রয়েছে তারা কি ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাদের শত্রুতাকে কখনও প্রকাশ করবেন না ?" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৯)। "স্মরণ কর, মোনাফিকরা এবং যাদের قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ কল্বে রোগ ছিল তারা বলছিল: এদের বিভ্রান্ত করেছে এদের ধর্ম। বস্তুত যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী,

হেকমতওয়ালা।" (সূরা আনফাল ৮:৪৯)। "আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) মধ্যকার কেউ কেউ বলে: এ সূরাটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল? তবে শোন, যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা এতে আনন্দিত হয়। তবে যাদের قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ কল্বে রোগ আছে, এ সূরা তাদের মলিনতার সাথে আরও মলিনতা বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে।" (সূরা তওবা ৯:১২৪-১২৫)। "এটা এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি (আল্লাহ) তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং পাষাণ হৃদয়। নিশ্চয় জালিমরা রয়েছে চরম-মতবিরোধিতায় লিপ্ত।" (সূরা আল-হজ্ব ২২:৫৩)। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "আর মোনাফেকরা এবং যাদের কল্বে রোগ ছিল, তারা বলেছিল: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যা দিয়েছিল তা প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আহ্যাব ৩৩:১২)।

পরপুরুষের সাথে পত্নীগণ কিভাবে বাক্যালাপ ও কথা বলবে এ বিষয়ে আল্লাহর আদেশ: "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীর মত না; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপে এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বল না যাতে কলবে যার কুপ্রবত্তির রোগ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা রীতি অনুসারে কথা বলবে।" (সূরা আহ্যাব ৩৩:৩২)। এরপরেও আরও কিছু আয়াতে বুঝা যায় যে কাফের মুনাফেকের কাজ ও চরিত্রের সাথে কল্বে রোগের মিল আছে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও এর অর্থ অনুধাবন করার মাধ্যমে অন্তরের রোগ ও রোগ নিরাময়ের ঔষদ জানা যাবে। যেমন আল্লাহ্র স্মরণ বা জিকির করায় অন্তরের রোগ নিরাময় ও অন্তর পরিষ্কার হয়।

অর্থ- বুঝে তেলাওয়াত করলে মনে হবে আপনি আল্লাহ্র সাথে কথা বলছেন। যেমন- কাছের মানুষের সাথে বোধগম্য ভাষায় বা ইশারায় কথ বলা যায়। দুরের মানুষের সাথে চিঠি বা টেলিফোনে কথ বলা যায়। জমি-বাড়ীর দলিল ও ব্যবসার কাগজপত্র ভিন্ন ভাষায় হলে তা বুছতে হলে একজন দোভাষীর দ্বারা নিজের ভাষায় অনুবাদের প্রযোজন হয়। কুরআন আল্লাহ্র তরফ থেকে রেসালা বা চিঠি ও বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ যা আরবি ভাষায় লিখিত আছে। তা বুঝতে হলে ঐরুপ দোভাষীর দ্বারা বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রযোজন হয়। কুরআন থেকে সরাসরি আল্লাহ্র আদেশ, নিষেধ, সঠিক আকিদা ও ইবাদত ও সত্য জ্ঞান পাওয়া সহজ যদি অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা যায়।

আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, হজ্জ পালন করা, জাকাত প্রদানের ফরজ বিধানগুলি কুরআনে বর্নিত আছে। কুরআনি চরিত্র- আয়েশা (রাদি.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর চরিত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞেস

করা হলে তিনি বলেছিলেন, তার চরিত্র হল আল-কুরআন। কুরআনের বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন তার সীরাত সুমহান আদর্শ অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করাই জীবনের লক্ষ ছিল। তিনি নিজে কুরআনের শিক্ষাকে অনুসরণ করে সুমহান চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন। কুরআনি চরিত্র গঠন করতে হলে কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও এর শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

কুরআনি অন্তর্দৃষ্টি।

জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। অথচ কুরআনে মানবজীবনের সকল সমস্যারই সমাধান রয়েছে। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করেও অর্থ না বোঝার কারণে এর থেকে সমাধান খুঁজে পায় না। অনেকের কাছেই কুরআন কেবল একটি তিলাওয়াতের কিতাবে পরিণত হয়েছে। ফলে কুরআনে বর্ণিত জীবনদর্শন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি অজানাই রয়ে যায়।

কুরআন আলোর পখ দেখায়: "যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ তাদের ওলী। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। *(Darkness into light)* আর যারা কুফরী করে, তাগুত তাদের ওলী। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায় (***Light into darkness***) এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাকারা ২:২৫৭)।

আল্লাহ্ বলেন: "হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করেন কিতাবের এমন অনেক কিছু যা তোমরা গোপন করতে এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করেন। তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ্র তরফ থেকে এক জ্যোতি ও একটি সমুজ্জল কিতাব। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে *Darkness into light* স্বীয় অনুমতিক্রমে, আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে।" (সূরা মাইদা ৫:১৫-১৬)। মনে রাখতে হবে; " وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ অর্থাৎ সমান নয় অন্ধকার ও জ্যোতি।" (সূরা ফাতির ৩৫:২০)।

আল্লাহ্ বলেন: "তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং মালাইকাগনও তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনেন। *Darkness* into *light.* তিনি মু'মিনের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।" (সূরা আহযাব ৩৩:৪৩)।

আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, কবর, মৃত্যুর পরে পুণর্জীবন, কিয়ামত, হাশর, মিজান, পুল সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ। জীবন ঘনিষ্ট আরও অনেক

কিছু . . . . । কুরআন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা ও অস্বীকার করা কুফরী। কেহ কুরআন এর আদেশ নিষেধ মানবে কি মানবে না দোদুল্যমান হয়; তার জন্য দুনিয়া আখিরাতে দুর্ভোগ। আল্লাহ্ বলেন: "অতএব যারা এই কালামকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমার কাছে ছেড়ে দিন, আমি তাদেরকে এমনভাবে ধীলে ধীরে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পাড়বে না।" (সূরা কালাম ৬৮:৪৪)। আল্লাহ্ বলেন: "তবে কি তারা তার সমান যে কায়েম কয়েছে তার 'রবের' তরফ থেকে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং তাঁর তরফ থেকে প্রেরিত সাক্ষী তা পাঠ করে শুনান, আর এর পূর্বে রয়েছে মুসার কিতাব পথনির্দেশক ও রহমত স্বরুপ? তারা এতে ঈমান আনে। আর অমান্য দলের যে কেউ তা অস্বীকার করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব তুমি এতে কোন সন্দেহের মধ্যে থেক না। নিশ্চয় তা তোমার 'রবের' তরফ থেকে প্রেরিত সত্য। কিন্তু অনেক মানুষই তা বিশ্বাস করে না।" (সূরা হুদ ১১:১৭)। হাদীসে "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কুরআন সন্মন্ধে সন্দেহ পোষণ কুফরী।" (আবু দাউদ হাদীস নং-৪৬০৩, আহম্মদ হাদীস নং-৪৬০২)।

৪. মু'মিনের উপর কুরআনের হক্ক।

একজন মুসলিমের প্রতি কুরআনের হকসমুহ বা 'হকুকুল কুরআন' কি কি? কুরআনুল কারীম মুসলিমদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। এই কুরআন সম্পর্কে হাদিসে আছে- "ইন্নাল্লাহা ইয়ারফাও বি-হাজাল কিতাবে আকোমা অ-ইয়াদাও-বিহী আখেরীন।" 'অর্থ-এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ বহু জাতিকে উপরে উঠান এবং অনেক জাতীকে নিচে নামিযে দেন।' যারা কুরআনকে বিশ্বাস করেছে এবং এর হক আদায় করেছে সেসব মানুষের মর্জাদা বুদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে যারা এর হক আদায় করেনি তারা এই কুরআনের কারনে অপমানিত ও অধপতিত হয়েছে। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া গুরুতর অপরাধ। "ঐ ব্যাক্তির চেয়ে অধিক জালিম কে, যাকে তার 'রবের' আয়াতসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরায়? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দেব।" (সূরা সাজদা ৩২:২২)। অল্লাহ্র হক, বান্দার হক, কালিমার হক, মা-বাবার হক, স্ত্রী-পুত্রের হক সম্পর্কে আমরা কম-বেশী জানি। তেমনি কুরআনের হক বিষয়ে জানার প্রয়োজন আছে। আমাদের কাছে কুরআনের কি কি হক পাওনা আছে।

(১ নং-হক) কুরআনের প্রথস হক একে বিশ্বাস করা-

কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমানের ৬ রুকনের তৃতীয় রুকন আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা। ৪ টি আসমানী

কিতাবের মধ্যে কুরআন প্রধান আসমানী কিতাব। আল্লাহ্ বলেন: "হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছে এ রাসূল সত্যবাণী (কুরআন) নিয়ে তোমাদের 'রবের' পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা কুফরি (অবিশ্বাস) কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা।" (সূরা নিসা ৪:১৭০)। "হে মানুষ! অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের 'রবের' তরফ থেকে প্রমান (কুরআন) এসেছে এবং আমি (আল্লাহ্) তোমাদের প্রতি উজ্জল আলো (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা নিসা ৪:১৭৪)। সুতরাং মুমিন মুসলিমের জন্য প্রথম হক কুরআনকে বিশ্বাস করা।

(২ নং-হক) কুরআনের তেলাওয়াত করা–

আরবি ভাষা শিক্ষা করা এবং সঠিকভাবে কুরআনের তেলাওয়াত করা। কুরআন তেলাওয়াতে ঈমান বাড়ে। "মু'মিন তো তারাই যাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর (আল্লাহ্র) আয়াত তাদের সামনে তেলাওযাত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আর তারা তাদের 'রবের' উপরই ভরসা করে। আর সালাত কায়েম করে এবং যা কিছ আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মু'মিন; তাদের জন্য রয়েছে তাদের 'রবের' কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সন্মানজনক রিজিক।" (সূরা আ'লাফ ৮:২-৪)। কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি অক্ষরে ১০ টি হাছানা বা সাওয়াব পাওয়া যায়।

(৩ নং-হক) কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূরা ও কিছু আয়াত মুখস্ত করা-

প্রতিদিন ফজরের সালাতের পর কিছু সময় নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস রাখা উত্তম ইবাদত। প্রতি সালাতের আগে পরে সামান্য তেলাওয়াত করা সহজ। কারন সালাতের জন্য অজু করতেই হয় এবং এই অজু অবস্থায় কিছু আয়াত তেলাওয়াত ও মুখস্ত করা সহজ। মসজিদে জামাত শুরু হওয়ার পূর্বে অনেকেই বসে বসে তছবিহ্ গনে, অথচ আরবদেরকে দেখেছি তারা সামান্য সময় পেলেই কুরআন তেলাওয়াত করে। পূর্ণ কুরআন হেফজ করা অতি উত্তম ইবাদত। তা সম্ভব না হলে ৫ ওয়াক্ত সালাতের জন্য যত বেশী সূরা হেফজ করা যায় জান্নাতে তার তত বেশী মর্যাদা হবে।

(৪ নং-হক) কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা–

যারা কুরআনের অনুবাদ ও তফসির শিখা ও প্রতিটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না ও করতে চেষ্টাও করে না, তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তালা লাগিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ বলেন: "তবে তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ) করে না, না তাদের অন্তরে তালা লাগান রয়েছে?" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৪)। তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরের তালা খোলার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন: "তবে কি তারা কুরআণ সম্বন্ধে চিন্ত-ভাবনা (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ) করে না? যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে এ কুরআন হত তবে এতে অনেক বৈপরীত্য পেত।" (সূরা নিসা ৪:৮২)।

(৫ নং-হক) কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করা এবং সেই অনুযায় আমল করা–

কুরআনের আদেশ-নিষেধ, করনীয় বর্যনীয় বিষয়ের উপর আমল করার জন্য এর অর্থ না জানলে কিভাবে তা সম্ভব। কুরআন তেলাওয়াতের সময় যেখানে জান্নাতের বর্ননা আসে সেখানে থেমে জান্নাত পাওয়ার জন্য দু'য়া করতে হয়। যেখানে জাহান্নামের বর্ননা আসে সেখানে থেমে জাহান্নাম হতে বাঁচার জন্য দু'য়া করতে হয়। এটাই তেলাওয়াতের সুন্নত নিয়ম। তারাহুরা করে কুরআন খতমের চিন্তা না করে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে এর অর্থ বুঝার চেষ্টা করা, চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্র ওলী হওয়া সহজ। কুরআনের কোন আয়াত লিখে শরীরে ঝুলান তামিমা বা তাবিজ-কবজ করা শির্ক। যা অনেকে বৈধ বলে ব্যবসা করে। তেলাওয়াত করে ঝার-ফুক দেয়ার মাধ্যমে রুকিয়া করার বৈধতা রয়েছে। তবে মানুষের অন্তরের বা কল্বের রোগের চিকিৎসার জন্য এ কুরআন কার্যকারী ভুমিকা রাখে।

(৬ নং-হক) কুরআনকে বিচারক বানান–

আল্লাহ্ পরিক্ষার জন্য জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে কিছু শয়তান সৃষ্টি করেছেন। তারা নানা কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। এ অবস্থায় প্রতিটি কাজ এমনকি ইবাদত বন্দেগী
কুরআন মোতাবেক হচ্ছে কিনা তা পরিক্ষার জন্য কুরআনকেই হাকেম বা বিচারক বানাতে হবে। সকল কাজের ভাল-মন্দ ও লাভ-ক্ষতি কুরআন ও হাদীস থেতে নিতে হবে। যে কোন বিষয়ে মতভেদ হলে কুরআনকে বিচারক বানান মু'মিনের কাজ।

(৭ নং-হক) কুরআনকে সন্মান করা–

কুরআনকে পরিষ্কার পরিছন্ন ও উচু স্থানে রাখা। পারত পক্ষে কুরআনের উপর অন্য কিছু না রাখা। কুরআনের আয়াত লিখা তাবিজ-কবজও সম্পূর্ণ বর্জন করাই উত্তম। কুরআনের মধ্যে তাবিজের নক্সা অঙ্কন করাও দোষনীয়। এ জন্য তাবিজ

হুজুরগণ সম্পূর্ণ দায়ী হবেন। আরবিতে কুরআনের আয়াত লিখা কাগজ, ক্যানভাচ, ক্যালিগ্রাফী ও আসবাবপত্র কোন নাপাক স্থানে রাখা নিষিদ্ধ। কুরআনের প্রতি অবমাননা হয় এরুপ কোন কাজ করা নিষিদ্ধ। যেমন কুরআনের দিকে পা রাখা। কুরআনকে ঢিল বা ছুড়ে মারা। দেয়ালের নিচু এলাকায়, যেখানে সেখানে, পোষ্টারে কুরআনের আয়াত আরবি অক্ষরে লিখা রাখাও নিষিদ্ধ। এ সবই কুরআনের অসন্মান করা ও অবমাননার মধ্যে গন্য হয়।

(৮ নং-হক) কুরআনকে ইমাম বানানো–

যারা কুরআনকে ইমাম বানাবে অর্থাৎ কুরআনের নিয়ম কাকুন মোতাবেক চলবে এই কুরআন তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ইমামকে মানুষ যেভাবে অনুকরণ করে তার চেয়েও বেশী কুরআনকে অনুকরণ করতে হবে।

(৯ নং-হক) কুরআনকে প্রচার করা–

মানুষ কুরআন শিখে, কিছুদিন পরে তা থেকে কিছু ভুলে যেতে পারে। ফলে তাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। দ্বীনের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আদেশ করেন "হে রাসূল আপনি পৌছে দিন (প্রচার করুন) যা আপনার উপর আপনার 'রবের' পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন), আর যদি তা না করেন তবে তো আপনি তার বাণী পৌছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসী কওমকে হেদায়াত দাণ করেন না।" (সূরা মায়দা ৫:৬৭)। হাদিসে বলা হয়েছে "বাল্লাউ ওলাও আয়াত। অর্থাৎ- প্রচার কর যদিও একটি আয়াত (যা জানা আছে)।" আলেমগন এ কাজটিই করে থাকেন। এছাড়া অমুসলিমদের দাওাত দেয়ার জন্য কুরআনকে প্রচার করে যদি কেহ ঈমান আনে, তাহলে তার ভালকাজের সওয়াবের কিছু অংশ পাওয়া যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

(১০ নং-হক) কুরআনের আয়াত দ্বারা দু'য়া করা।

কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন কি বলে দু'য়া করতে হয়। আদম (আ.) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পর্যন্ত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ যেসব দু'য়া করেছেন এবং আল্লাহ্ তা কবুল করেছেন সেগুলোই উত্তম দু'য়া।

৫. কুরআনে কি আছে?

(১) কুরআনে আছেঃ আল্লাহ্র মারেফাত ও স্বত্তাগত পরিচয় ও গুনাবলির বর্ণনা।

(২) কুরআনে আছে: আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতসমূহ, মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টির তথ্য।

(৩) কুরআনে আছে: নবী-রাসূলগণ এবং তাদের উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাবের বর্ণনা।

(৪) কুরআনে আছে: পূর্ববর্তী কিছু জাতীর ধবংসের কারণ ও বিবরণ।

(৫) কুরআনে আছে: অবাধ্য কাফিরদের কুফরির শাস্তি ও পরিনতির বিবরণ।

(৬) কুরআনে আছে: হালাল ও হারাম বিষয়ের বর্ণনা।

(৭) কুরআনে আছে: পরিচ্ছন্যতা ও পবিত্রতা।

(৮) কুরআনে আছে: বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত বিবরণ।

(৯) কুরআনে আছে: শাস্তি ও সতর্ককরণ বিষয়ে আলোচনা।

(১০) কুরআনে আছে: ইবাদত, আমল, উপদেশ, সুসংবাদ ও সান্তির বিবরণ।

(১১) কুরআনে আছে: ইমান ও আকিদা সংক্রান্ত অসংখ্য বিবরণ।

(১২) ৮১ নং সূরা তাকবীর, ৮২ নং সূরা ইনফিতার এবং ৮৪ নং সূরা ইনশিকাক এর অনুবাদ পড়লে অখিরাতের ভয়াবহ চিত্র দেখা যাবে।

৬. কুরআন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ।

কুরআন প্রথম চ্যালেঞ্জ–

কুরআন সন্দেহহীন এবং সবচেয়ে নির্ভুল বই। যার সাথে অন্য কোন বইয়ের তুলুনা হয় না। আল্লাহ্‌র নাজিলকৃত শেষ কিতাব, সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতীর জন্য জীবন বিধান। আল্লাহ্ বলেন: "কুরআন সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশা।" (সূরা বাকারা ২:২)। আল্লাহ্ আরও বলেন: "আর যদি তোমরা সন্দেহ পোষন কর তাতে (কুরআনকে) যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার প্রতি, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে এস। ডেকে নাও তোমাদের সাহায্যকারীদেরও এক আল্লাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা বাকারা ২:২৩)। পৃথিবীর কোন গ্রন্থে এরূপ চ্যালেঞ্জ নেই। (*Quran is the Book of challenge.)*

কুরআন দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ–

কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। আল্লাহ্ বলেন: "অথবা তারা কি বলে: এ কুরআন সে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) নিজে রচনা করেছে? আপনি বলে দিন: তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি স্বরচিত সুরা নিয়ে এস এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার তাকে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হুদ ১১:১৩)। আল্লাহ্ বলেন: "তারা কি বলে: সে এটা (কুরআন) নিজে রচনা করেছে? আপনি বলুন: তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এস এবং ডেকে নাও যাকে পার আল্লহ্কে বাদে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা ইউনুস ১০:৩৮)। আল্লাহ্ বলেন: "তারা কি বলে যে, এ কুরআন তিনি নিজে রচনা করে নিয়েছেন? বরং তারা তো ঈমান আনে না। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কোন বাণী রচনা করে উপস্থিত করুক! (সূরা তূর ৫২:৩৩-৩৪)।

কুরআন তৃতীয় চ্যালেঞ্জ–

কুরআনের কোন আয়াতে বৈপরীত্য নেই। এক আয়াতে সাথে অন্য আয়াতের আমিল নেই। আল্লাহ্ বলেন: "তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে এ কুরআন হত তবে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য পাওয়া যেত।" (সূরা নিসা ৪:৮২)।

কুরআন মুসলিমদের সংবিধান, নিজে কুরআন শিখা ও অন্যকে শিক্ষা দেয়া।

প্রতিটি মুসলিমের কুরআন শিক্ষা করা ফরজ বা অত্যাবশ্যক। কুরআন আল্লাহ্র কালাম মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ দেয়। কুরআন মুসলিমদের সংবিধানের মূল উৎস। কুরআনে মুসলিমদের ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা, আইন-কানুন, বিধি-বিধান সবই এর মধ্যে আছে। অফিস আদালত ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কুরআনের শিক্ষা সবার জন্য অত্যবশ্যকীয় করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ বলেন: "তোমাদের 'রবের' নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা অনুসরণ করে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্য কোন) আওলিয়ার অনুসরণ করো না।" (সূরা আরাফ ৭:৩)।

আল্লাহ্ আরও বলেন: "হে আহ্লে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাছুল এসে গেছেন, সে তোমাদেরকে অনেক বিষয় বর্ণানা করেন কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে আর অনেক বিষয়ে উপেক্ষা করেন। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। আল্লাহ্ তদ্দ্বারা তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে এবং নিজ

অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করেন আলোর দিকে নিয়ে আসেন, আর তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা মায়িদা ৫:১৫-১৬)।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা সে দুটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হলো: আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।" (ইমাম মালক মুআত্তা)। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে একমাত্র সৌদি আরবের সংবিধান হচ্ছে কুরআল মুতাবেক। তাদের নিকট মানব রচিত কোন সংবিধান নেই।

নিজে কুরআন শিখা ও অন্যকে শিক্ষা দেয়ার ফজিলত।

হাদীস: "উসমান ইব্‌নু আফফান (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যাক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।" (সহীহুল বুখারী তা.পা. ৫০২৭, ৫০২৮, আ:প্র. ৪৬৫৩, ৪৬৫৪, ই.ফা. ৪৬৫৭, ৪৬৫৮)।

কুরআন আল-করিমে ১১৪ টি সূরার নাম বাংলা অর্থ পড়লে দেখা যায় প্রতিটি নাম বোধগম্য ও পরিচিত জিনিসের নামের সাথে মিল আছে। সূরার নাম গুলো বার বার পড়লে সহজে মনে রাখা সম্ভব। পরিবারের সবাই এগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করি। ছোট্ট শিশুটিকে 'হাট্টিমা-টিম, মিথ্যা ঘোড়ার ডিম', না শিখিয়ে; সূরার নাম এবং ইসলামিক পরিভাষার কিছু শব্দ শিক্ষা দেয়া উত্তম নয় কি ?

৭. কুরআন হচ্ছে ঈমান, আকিদা এবং শরিয়তের মূল উৎস।

আকিদার (عَقِيدَة) অভিধানিক অর্থ- বন্ধন, বিশ্বাস, গাঁট বাঁধা, দৃঢ় করা। পরিভাষায় অর্থ- দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্দেহাতীত প্রত্যয় ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় আকিদার অর্থ কুরআন ও সহীহ-হাদিসে প্রমাণিত সকল আদেশ, নিষেধ, ইবাদত ও আমলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমান ও আকিদা এমন দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যাতে কোন সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমনতার সংমিশ্রণ থাকবে না। বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে কুফর ও শির্‌ক বর্জন করা ও তাগুতকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক। "আকাইদ ও ফিক্‌হ" ইব্‌তেদায়ি মাদ্‌রাসা ১ম থেকে ৫ম শ্রেনি পর্যন্ত। "আল আকায়েদ ওয়াল ফিক্‌হ" দাখিল মাদরাসা ৬ষ্ট থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। বইগুলি থেকে দ্বীন

ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ৩য় থেকে ১০ম শ্রেণীর পর্যন্ত "ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা" বইগুলি থেকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয়। প্রচলিত এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়গুলিতেই আকায়েদের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু শির্ক্ষাথী নয় অভিভাবক সহ সকলের জন্যই এগুলি ইসলাম ধর্ম শিক্ষার বই। ইসলাম ধর্মের ঈমান, আকিদা এবং শরিয়তের মূল উৎসগুলি নিম্নরুপ:

(১) আল-কুরআনুল কারীম।

(২) সহীহ-হাদীস ও সাহাবীদের কথা ও আমল।

(৩) কুরআন-হাদিসের অনুসরণে সাহাবীদের ঐক্যমত ও আমলই ইজমা।

(৪) সাহাবীদের আমল, ইজমা ও সাল্‌ফে সালেহীনদের অনুসারে ফয়ছালাই কিয়াস।

আকিদার বিস্তারিত কিছু তথ্য:

ইসলামী বিশ্বাস বিষয়ক প্রথম বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে চতুর্থ খলিফা আলী (রাদি.)-এর শাসনামলে (৩৫-৪০ হিজরি)। এ সময়ে খারিজী ও শিয়া দুটি রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ঘটে। এরপর ইমাম আবূ হানীফার যুগে (৮০-১৫০ হিজরি), অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শেষ ভাগ থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে বাগদাদের মুসলিম সমাজে বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর জন্ম ও বিভিন্ন বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে। এ সময়ে বিদ্যমান আকীদা ভিত্তিক দল-উপদলের মধ্যে ছিল: (১) খারিজী সম্প্রদায় (ফিরকা) (২) শিয়া সম্প্রদায়, (৩) জাহমিয়া সম্প্রদায়, (৪) জাবারিয়া সম্প্রদায়, (৫) কাদারিয়া সম্প্রদায়, (৬) মুতাযিলা সম্প্রদায়, (৭) মুশাব্বিহা সম্প্রদায় ও (৮) মুরজিয়া সম্প্রদায়।

রাজনৈতিক ও দার্শনিক সকল ফিরকার বিভ্রান্তির মূল কারণ "আকীদার উৎস" নির্ধারণে বিভ্রান্তি। আকীদা বিষয়ক সকল বিভক্তি ও বিভ্রান্তির মূল কারণ "আকীদার উৎস" নির্ধারণে বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা ও মতভেদ। সাহাবীগণ, তাঁদের অনুসারী তাবিয়ীগণ, চার মাযহাবের ইমামগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আকীদার একমাত্র উৎস ওয়াহী। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর প্রতি দু'প্রকারের ওয়াহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু'ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: একটি কুরআন অপরটি হাদীস।

কুরআন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে শাব্দিক ও আক্ষরিক ভাবে, সেভাবেই তিনি ও সাহাবাগণ মুখস্থ করেছেন, প্রতিদিন সালাতে

তা পাঠ করেছেন, নিয়মিত তিলাওয়াতে খতম করেছেন। এভাবে সাহাবাগণের যুগ থেকে অগণিত মুসলিম কুরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষন করেছেন। কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ভান্ডার। যাতে অছে- তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত। কুরআনই ঈমান, বিশ্বাস বা আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআনের বিষয়ে সাহাবা, তাবিয়ী ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি দুটি:

প্রথম মূলনীতি- কুরআনের বক্তব্য সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা। কোনোরূপ ঘোরপ্যাঁচ বা তাফসীর-ব্যাখ্যার নামে আক্ষরিক ও সরল অর্থ পরিত্যাগ না করা।

দ্বিতীয় মূলনীতি- কুরআনের সকল বক্তব্য সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যার নামে অর্থহীন না করা। বরং দুটি বক্তব্যই যথাসম্ভব সরল ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা।

শিয়া, খারিজী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সম্প্রদায় এক্ষেত্রে কুরআন-তাফসীরের নামে সরল অর্থ ত্যাগ করেছে এবং একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্য বাতিল করেছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম মূলনীতি কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে সাহাবীগণের আকীদার অনুসরণ করেছেন। সহীহ হাদীস দ্বিতীয় প্রকারের ওয়াহী 'আল-হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা। কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক বিষয়ে ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে যে শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর এসব শিক্ষা 'হাদীস' নামে সংকলিত হয়েছে। হাদীসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে যে কথা বা হাদীস শুনতেন তা অন্যদেরকে শোনাতেন। অনেকেই তা লিখে রাখতেন এবং কেউ মনে রাখতেন এবং প্রয়োজনে বলতেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ সাহাবীগণ থেকে হাদীস শিখতেন এবং লিপিবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হাদিসের বিষয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মুলনীতি হাদীস নামে প্রচারিত বক্তব্য গ্রহণের আগে যাচাই করা হয়। কেবলমাত্র 'সহিহ্' হাদীস গ্রহণ করা হয়। অনির্ভরযোগ্য এবং জাল হাদীস বর্জন করার জন্য সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ এবং চার ইমাম এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন।

পাশাপাশি তাদের মূলনীতি হলো, সহীহ্ হাদীস বাহ্যিক ও সরল অর্থে গ্রহণ করা। ব্যাখ্যার নামে বিকৃত না করা এবং সকল সহীহ্ হাদীস যথাসম্ভব

সমন্নিতভাবে গ্রহণ করা। কিন্তু খারিজী, শিয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য গোষ্ঠী হাদীস বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

(১) শিয়াগণের ভুল ধারনা হচ্ছে, সাহাবীগণ বিশ্বস্ত ছিলেন না; কাজেই তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। (নাউযূ বিল্লাহ)

(২) মুতাযিলীদের ধারনা হচ্ছে, হাদিসের বর্ণনায় ভুল থাকতে পারে, এ অজুহাতে, কুরআন দিয়ে অথবা বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে হাদীস যাচাইয়ের নামে হাদীস প্রত্যাখ্যান করে থাকে। তারা বিশুদ্ধতা যাচাই করে হাদীস গ্রহণ করে না। বরং যে হাদীস তাদের মতের পক্ষে তা তারা গ্রহণ করে ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। আর যে হাদীস তাদের মতের বিপক্ষে, তা নানা অজুহাতে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করে।

এ বিষয়ে শিয়াগণ অগ্রগামী ছিল। এছাড়া 'আহলুস সুন্নাত' নামে পরিচয় দানকারী 'কারামিয়া' ও কিছু সম্প্রদায়ও নিজেদের মতের পক্ষে হাদীস জাল করা ও জাল হাদীস প্রচার করায় অগ্রণী ছিল। হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার নামে হাদিসের সরল অর্থ বিকৃত করা এ সকল বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য।

যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকেই বহু সনদে বর্ণিত তাকে 'মুতাওয়াতির' বা বহু মুখে বর্ণিত হাদীস বলা হয়। এরূপ হাদীসই আকিদার দ্বিতীয় উৎস। আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প চলতে পারে; কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে বিকল্প চলে না। আকিদা সবা জন্য সর্বপ্রথম ফরজ। আকিদার বিষয় কুরআন ও 'মুতাওয়াতির' হাদীস থেকে নিতে হবে। দু-একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসকে 'আহাদ' বা "খাবারুল ওয়াহিদ" অর্থাৎ একক হাদীস বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফাসহ প্রথম দু'শতাব্দীর সকল ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে 'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ' উভয় প্রকার সহীহ হাদীসই আকীদার ভিত্তি ও উৎস হিসেবে গৃহীত। এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফর বলে গণ্য। আর 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করা বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা বলে গণ্য করা হয়।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে কুরআনে ও হাদিসে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তা সরলভাবে বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদিসের বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর শিক্ষার মধ্যে কোনো জটিলতা, গোপনীয়তা বা স্ববিরোধিতা নেই। তারপরও কখনো জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কুরআন-হাদীস অনুধাবন বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু'প্রজন্ম 'তাবিয়ী'

ও 'তাবি-তাবিয়ীগণের' ব্যাখ্যা ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বিশেষত তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্য আকীদার প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

মুসলিম সমাজের প্রথম বিভ্রান্ত ফিরকা 'খারিজীগণ' কুরআন ও হাদীসকে ইসলামী শরীয়ত ও আকীদার উৎস বলে স্বীকার করত বটে। তবে তাদের বিভ্রান্তি শুরু "জ্ঞানের অহংকার থেকে। তারা ওহী অনুধাবনের জন্য সাহাবীগণের মতামত, ব্যাখ্যার গুরুত্ব এবং 'সুন্নাত'-এর গুরুত্বও অস্বীকার করত। অর্থাৎ তাঁরা কুরআনের আয়াত বা হাদীস দিয়ে যে মতটি গ্রহণ করছে সে মত রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কর্মধারা বা রীতির মধ্যে বা প্রায়োগিক সুন্নাতের মধ্যে আছে কিনা তা বিবেচনা করত না। সর্বোপরি তারা কুরআন ও হাদিসের কিছু বক্তব্যের ভিত্তিতে নিজেদের মত গ্রহণ করত। এর বিপরীতে কুরআন-হাদিসের অন্যান্য বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দিত।

মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় ফিরকা 'শিয়াগণ' সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীস তারা অস্বীকার করে। তাদের ইমামগণের নামে অগণিত জাল ও মিথ্যা কথা হাদীসের নামে তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ কুরআন-সুন্নাহর বাইরে 'আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান' গ্রহণের পথ আছে বলে বিশ্বাস করা। তাদের বিশ্বাসে ঈমান, আকীদা ও দীনের একমাত্র ভিত্তি আলী-বংশের ইমামগণ ও তাঁদের 'খলীফা' বা 'ওলী'-গণের 'গাইবী' জ্ঞান। তারা এ গাইবী জ্ঞানকে 'ওহী', 'ইল্‌ম লাদুন্নী', 'ইলহাম', 'ইলমে বাতিন', 'কাশফ', 'ইলকা' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। তাদের মতে তাদের ইমামগণ, খলীফাগণ বা ওলীগণ আল্লাহর কাছ থেকে এভাবে যে 'ঐশিক' বা 'অলৌকিক' জ্ঞান লাভ করে তা-ই আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি। কুরআন-হাদিসের বক্তব্য গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করতে হবে, তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে।

ইসলামের প্রথম বরকতময় তিন শতাব্দীর পরে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সুন্নী' মুসলিমগণও বিভিন্ন শিয়া আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন বুজুর্গের নামে গাওস, কুতুব, ইমাম, মুজাদ্দিদ . . . ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) থেকে সরাসরি 'ঐশী' বা অভ্রান্ত ইল্‌ম-প্রাপ্ত বলে দাবি করত। উল্লেখ্য যে, গাওস, কুতুব ইত্যাদি কোনো উপাধি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি।

উম্মাতের মধ্যে মুজাদ্দিদ থাকতে পারে, তবে কে মুজাদ্দিদ তা নিশ্চিতভাবে কেউই জানেন না। আর মুজাদ্দিদ দাবিতে কাউকে নির্ভুল মনে করা, মুজাদ্দিদকে ইলহাম বা কাশফ-সম্পন্ন হতে হবে বলে মনে করা বা কাউকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে তার মতামতকে দলীলের মান দেয়া সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি।

কাউকে ভুলের ঊর্ধ্বে বলে গণ্য করা এবং কাশফ, ইলকা, স্বপ্ন ইত্যাদিকে 'কারামত' বা ব্যক্তিগত সম্মাননার পর্যায় থেকে বের করে ঈমান, আকীদা বা দীনের হক্ব-বাতিল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা আকীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

মাযহাবের ইমামগণ এরূপ প্রবণতার ঘোর আপত্তি করেছেন। ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন: "এ কবরে যিনি শায়িত আছেন-রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ছাড়া অন্য সকল মানুষের ক্ষেত্রেই তার কিছু কথা গ্রহণ ও কিছু কথা বর্জন করা যেতে পারে। কোনো আলিম-বজুর্গই 'মাসূম' বা অভ্রান্ততার পদমর্যাদা পাবেন না। তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক ও সুনিশ্চিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে, অন্য কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না, কুরআন-সুন্নাহ্ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে হয়। কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাহ্ বিচার করা যায় না বরং কুরআন ও সুন্নাহ্ দিয়ে প্রত্যেকের কথা বিচার করতে হয়।

জাহমিয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য ফিরকার বিভ্রান্তির কারণ ছিল 'আকলী-দলীল', অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক বা দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণকে ওয়াহীর উপরে স্থান দেয়া। তাদের মতে আকীদার সত্য জানার জন্য 'আকল'ই সুনিশ্চিত। অপরদিকে ইসলাম 'আকলী দলীল' ও যৌক্তিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে বটে। কিন্তু কখনোই ধর্মের নামে মানবীয় জ্ঞান, যুক্তি বা 'আকলী-দলীলের' সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বিশ্বাস করতে শেখানো হয় নি। কিন্তু আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে আকলী-দলীলকে ওয়াহীর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া যাবে না। মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহ্র অন্যতম নিয়ামত। আল্লাহ্ মানুষকে এ নিয়ামত দিয়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। যেহেতু আকল ও ওয়াহী দুটিই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত, সেহেতু এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। তবে এ দুয়ের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক। গাইবী বিষয়ে 'আকলী-দলীল' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম। এক্ষেত্রে ওহীই নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।

ওয়াহীপ্রাপ্ত জাতিগুলোর বিভ্রান্তির বড় কারণ ওহীর বিপরীতে 'আকলী-দলীল' বা 'দার্শনিক যুক্তি' পেশ করা। মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত। একজনের কাছে যা যৌক্তিক বা 'নিশ্চিত আকলী-দলীল' অন্যের কাছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও জ্ঞান-বিরুদ্ধ। আবার একই ব্যক্তির বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয়। হিন্দু পুরহিতগণ দেবতার জন্য নরবলি প্রদানের পক্ষে অনেকে 'আকলী-দলীল' প্রদান করছেন। তাদের অনেকেই আবার মানুষের

জন্য মাংস ভক্ষণকে মানবতা বিরোধী বলে 'আকলী-দলীল' পেশ করেছেন। এরূপ বিষয়ে যদি কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে উভয় বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করেন এবং বিভিন্ন যুক্তি বা দর্শন নির্ভর বক্তব্যকে 'আকলী-দলীল' নাম দিয়ে ওয়াহীর শিক্ষা বাতিল বা ব্যাখ্যা করেন তবে তা হবে চরম বিভ্রান্তি।

কম্পিউটারের ভাইরাস ছোট এক বা দুই লাইনের একটি কম্যান্ড প্রগ্রাম। এই ভাইরাস কম্পিউটারে ঢুকলে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কম্যান্ড কাজ করে না। পূর্বতন কোন প্রগ্রাম চলেনা, এমনকি নূতন প্রগ্রামও ইনষ্টল করা দুরহ। যন্ত্র-পাতি, পাওয়ার সাপ্লাই সবকিছু ঠিকঠাক থেকেও কম্পিউটার অচল হয়ে যায়। কম্পিউটার পুনরায় ঠিক করতে হলে, প্রথমে ভাইরাস দূর করতে হবে।
মানুষের দেহ একটি সুপার কমপিউটার. মানুষের কলব বা অন্তর (কল্ব) হচ্ছে তার হার্ড ডিস্ক (Heart is the Hard Disk). এবং ব্রেইন হচ্ছে তার প্রসেসর (Brain is the Prosessor)। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান সবকিছু 'কল্ব' নামক হার্ড ডিস্কে জমা থাকে। প্রয়োজনে ব্রেইন সেখান থেকে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের ডাটা সংগ্রহ করে প্রসেস করে এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ কার্যকরী কারার জন্য কম্যান্ড দেয়। কম্পিউটার পরিচালনা শিক্ষার প্রথম দিনের প্রথম শিক্ষা। Input rubbish, output rubbish. অর্থাৎ ভুল তথ্য দিলে, ভুল তথ্য পাবে। ডাটা সঠিক থাকলে এবং কম্যান্ড সঠিক দিলে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। মানুষের ঈমান ও আকিদা হচ্ছে একটি শক্তিশালী প্রগ্রাম। সুতরাং কোন মানুষের অন্তরে (কল্বে) যদি ভুল তথ্য থাকে, তাহলে মানুষের ব্রেইন বা প্রসেসর ভুল কম্যান্ড দিবে এবং তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভুল কাজ করবে। এমনিভাবে যার কল্বে শির্ক ও বেদাতের ভুল বিশ্বাস জমা আছে। তার ইবাদতেও সেই ভুল তথ্যের বহিপ্রকাশ ঘটবে। সুতরাং তথ্যের সঠিক যাচাই-বাছাই করতে হবে। যদি ভুল তথ্য অন্তরে (কল্বে) জমা থাকে তা দূর করতে হবে, এর পরিবর্তে সঠিক তথ্য পুনঃস্থাপন করতে হবে।

কুরআন মানি হাদীস মানি না।

মুসলিমদের মধ্যে কিছু অজ্ঞ লোকজন এ ধরনের কথা বলে থাকে। যারা নিজেরা কুরআন এবং তার অনুবাদ ও তাফছির পড়ে না। অভিজ্ঞ ও সঠিক আলেমদের সাহচার্যে এবং তাদের পরামর্শ থেকে বিরত থাকে। মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ কুরআন অথবা এর অংশবিশেষ অবিশ্বাস করলে সে আর মু'মিন থাকবে না। কোন কারনে শুধু অংশবিশেষ অনুকরণ করতে অপারগ হলে সে হয়তো গুনাহ্গার হবে। ইসলামী শারী'আতের মূল উৎস কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নাহ্ বা হাদীস দু'টিই আল্লাহ্র পবিত্র বানী। কুরআন হচ্ছে প্রকাশ্য ওয়াহীয়ে মাতলু যা সর্বদা তেলাওয়াত করা হয় এবং হাদীস হচ্ছে গোপন ওয়াহীয়ে গাইরে মাতলু। হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখা। বলা যেতে পারে

কুরআন হচ্ছে দলির স্বরুপ এবং হাদীস হচ্ছে নক্শা স্বরুপ। যে কোন কিছু পরিপূর্ণ বুঝার জন্য একটি মডেল বা আদর্ম প্রয়োজন হয়, সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নাহ্ বা হাদীস। তাঁর জীবনের সকল কাজ, কথা, আদেশ ও নিশেধ হচ্ছে হাদীস।

হাদীস অনুসরণ করার জন্য কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেসন- "আর তিনি (রাসূল) মনগড়া কথাও বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহ্র ওয়াহী ভিন্ন কিছুই না।" (সূরা নাজম ৫৩:৩-৪)। হাদীস অনুসরণ করার জন্য অল্লাহ্ আরও বলেন: " . . . আর রাসূল তোমাদেকে যা দেন, তা গ্রহন কর এবং যা থেকে তোমাদেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত তাক; আর ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর সাস্তিদাতা।" (সূরা হাশর ৫৯:৭)।

হাদীস ব্যতিত কুরআনের অনেক আমল কার্যকর করা সম্ভব নয়। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে সালাত কায়েম কর এবং জাকাত প্রদান কর। আমরা কিভাবে সালাত অদায় করব? প্রতি দিন কত বার ও কত রাকাত সালাত? এর বিস্তারিত বর্ণনা ও বাস্তব পদ্ধতি ও প্রয়োগ সাহাবাগণকে শিখান হয়েছে। তাঁরা পরবর্তিদেরকে শিখিয়েছিলেন এবং হাদীসে লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এভাবে হজ্বের বিধান, জাকাতের বিধান, বিয়ে-শাদী ঘড়-সংসার, সামাজীক ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সবই হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে। সহীহ্ হাদীস থেকে নিতে হয়। যারা নিজেদেরকে 'আহ্লে কুরআন' বলে হাদীসকে প্রাধান্য দেয় না তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত। কুরআনের সাথে হাদীস অনুসরন না করলে পূর্ণ মু'মিন হবে কিভাবে।

নিজেদের সুবিধামত কুরআনের কিছু অংশ মানা আর অন্য অংশ ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই আল্লাহ্ বলেন: ". . . . তাহলে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরুপ করবে, তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্চনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।" (সূরা বাকারা ২:৮৫ অংশ)।

কুরআনকে বিদ্রুপ করার পরিনাম।

সম্পূর্ণ কুরআন বিশ্বাস করা ফরজ ও ঈমানের তৃতীয় রুকন। নিজের সুবিধামত এর কিছু অংশ মানা আর অন্য অংশ ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই আল্লাহ্ বলেন: ". . . . তাহলে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরুপ করবে, তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্চনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম

শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।" (সূরা বাকারা ২:৮৫ অংশ)। কুরআনের নির্দেশ অমান্য করা পাপের কাজ ও কবিরা গুনাহ্। তবে যারা কুরআন বিশ্বাস করে না বা অস্বীকার করে তাতেও কার কিছু আসে যায় না। এরুপ কাফির সব যুগেই আছে। তবে এ কুরআন নিয়ে সমালোচনা করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কঠিন অপরাধ অর্থাৎ কুফুরী, যার শাস্তি জাহান্নাম। কুরআন আংশিক মানার কারনে মুসলিম হিসাবে দাবিদারগণ পুথিবীর সর্বত্র লাঞ্চিত হচ্ছে।

৮. কুরআনের ১১৪ টি সূরার নাম, অর্থ ও আয়াত সংখ্যা।

১. সূরা আল-ফাতিহা: (ভূমিকা, উদঘাটিকা, সুচনা), ৭ আয়াত।
২. সূরা আল-বাক্বারাহ্: (গাভিটি), ২৮৬ আয়াত।
৩. সূরা আলে-ইমরান: (ইমরানের বংশধর), ২০০ আয়াত।
৪. সূরা আল-নিসা: (মহিলাগণ), ১৭৬ আয়াত।
৫. সূরা আল-মায়েদা: (খাবার ভর্তি খাণচা বা অন্নপাত্র), ১২০ আয়াত।
৬. সূরা আনআম: (চতুস্পদ জন্তু), ১৬৫ আয়াত।
৭. সূরা আল-আ'রাফ: (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের স্থান), ২০৬ আ:
৮. সূরা আনফাল: (যুদ্ধ-লব্ধ গনিমতের মাল), ৭৫ আয়াত।
৯. সূরা আত-তাওবাহ্: (পাপ থেকে ফিরে আশা), ১২৯ আয়াত।
১০. সূরা ইউনুস: (একজন নবীর নাম), ১০৯ আয়াত।
১১. সূরা হুদ: (একজন নবীর নাম), ১২৩ আয়াত।
১২. সূরা ইউসুফ: (একজন নবীর নাম), ১১১ আয়াত।
১৩. সূরা রা'দ: (বিদ্যুৎ চমকান বা বজ্রধ্বনি), ৪৩ আয়াত।
১৪. সূরা ইব্রাহীম: (একজন নবীর নাম), ৫২ আয়াত।
১৫. সূরা হিজর: (হিজরবাসী, আল-ওলার সামুদ সম্প্রদায়), ৯৯ আ:
১৬. সূরা নাহল: (মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি), ১২৮ আয়াত।
১৭. সূরা বনী ইসরাইল বা সূরা ইস্রাহ্: (ইসরাইলের বংশধর), ১১১ আয়াত।
১৮. সূরা কাহ্ফ: (গুহা বাসী), ১১০ আয়াত।
১৯. সূরা মারইয়াম: (নবী ঈসা আ:-এর মাতা), ৯৮ আয়াত।
২০. সূরা ত্বা-হা: (বিচ্ছিন্ন আরবি বর্ণদয়), ১৩৫ আয়াত।
২১. সূরা আম্বিয়া: (নবী-রাসূলগণ), ১১২ আয়াত।
২২. সূরা হাজ্জ: (হাজ্ব, ইসলামের ১টি রুকন), ৭৮ আয়াত।
২৩. সূরা আল-মু'মিনুন: (মু'মিনগণ অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ), ১১৮ আয়াত।
২৪. সূরা আন-নুর: (জ্যোতি), ৬৪ আয়াত।
২৫. সূরা আল-ফুরকান: (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), ৭৭ আয়াত।
২৬. সূরা আশ-শু'আরা: (কবিগণ), ২২৭ আয়াত।

২৭. সূরা আন-নামল: (পিঁপড়া বা পিপীলিকা), ৯৩ আয়াত।
২৮. সূরা আল কাসাস: (অতীতের ঘটনাবলী), ৮৮ আয়াত।
২৯. সূরা আল-আনকাবুত: (মাকরসা), ৬৯ আয়াত।
৩০. সূরা আর-রূম: (রোম সাম্রাজ্য), ৬০ আয়াত।
৩১. সূরা লোকমান: (আল্লাহ্‌র প্রিয় এক ব্যাক্তির নাম), ৩৪ আয়াত।
৩২. সূরা সাজদাহ: (আল্লাহ্‌কে সেজদা করা), ৩০ আয়াত।
৩৩. সূরা আল-আহযাব: (দল সমূহ), ৭৩ আয়াত।
৩৪. সূরা সাবা: (ইয়ামেনের একটি এলাকার নাম), ৫৪ আয়াত।
৩৫. সূরা ফাতির: (প্রথম সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র আল্লাহ্‌), ৪৫ আয়াত।
৩৬. সূরা ইয়াসীন: (আরবি বিছিন্য বর্ণ), ৮৩ আয়াত।
৩৭. সূরা আস-সাফফাত: (সারিসমূহ বা কাতার বা লাইন), ১৮২ আয়াত।
৩৮. সূরা ছোয়াদ: (আরবি বিছিন্য বর্ণ), ৮৮ আয়াত।
৩৯. সূরা আয-যুমার: (মানুষের দলসমূহ), ৭৫ আয়াত।
৪০. সূরা আল-মু'মিন: (একজন মু'মিন, বিশ্বাসী-একবচন), ৮৫ আয়াত।
৪১. সূরা হা-মীম সিজদাহ বা সূরা ফুস্‌সিলাত: (বিচ্ছিন্ন বর্ণ), ৫৪ আয়াত।
৪২. সূরা আশ-শূরা: (উপদেষ্টামণ্ডলী), ৫৩ আয়াত।
৪৩. সূরা আয-যুখরুফ: (সজ্জিত করা), ৮৯ আয়াত।
৪৪. সূরা আদ-দুখান: (ধোঁয়া), ৫৯ আয়াত।
৪৫. সূরা আল-জাসিয়া: (নতজানু), ৩৭ আয়াত।
৪৬. সূরা আল-আহকাফ: (বালুর উঁচু স্তর বা পাহাড়), ৩৫ আয়াত।
৪৭. সূরা মুহাম্মদ: (শেষ নবী ও রাষূল (ﷺ)-এর নাম), ৩৮ আয়াত।
৪৮. সূরা ফাতাহ্‌: (বিজয়), ২৯ আয়াত।
৪৯. সূরা হুজরাত: (রাসূল (ﷺ)-এর কক্ষসমূহ), ১৮ আয়াত।
৫০. সূরা কাফ্‌: (আরবি বিছিন্য বর্ণ), ৪৫ আয়াত।
৫১. সূরা আয-যারিয়াত: (বায়ু প্রবাহ), ৬০ আয়াত।
৫২. সূরা আত্‌-তূর: (তূর পর্বতটি, সুরিয়াতে অবস্থিত), ৪৯ আয়াত।
৫৩. সূরা আন-নাজম: (আকাশের তারা), ৬২ আয়াত।
৫৪. সূরা আল-কামার: (আকাশের চাঁদ), ৫৫ আয়াত।
৫৫. সূরা আর্‌-রহমান: (দয়াময়), ৭৮ আয়াত।
৫৬. সূরা আল-ওয়াকিয়া: (ঘটনাটি), ৯৬ আয়াত।
৫৭. সূরা আল-হাদীদ: (লোহা বা লৌহ), ২৯ আয়াত।
৫৮. সূরা আল-মুজাদালা: (বাগ-বিতন্ডা), ২২ আয়াত।
৫৯. সূরা আল-হাশর: (শেষ বিচারের দিন), ২৪ আয়াত।
৬০. সূরা আল-মুমতাহিনা: (পরীক্ষা বা নিরীক্ষা করা), ১৩ আয়াত।
৬১. সূরা আছ-ছাফ: (কাতার সমূহ বা সারি সমূহ), ১৪ আয়াত।

৬২. সূরা আল-জুমুয়া: (জুমার দিন), ১১ আয়াত।
৬৩. সূরা মুনাফিকুন: (মুনাফিক), ১১ আয়াত।
৬৪. সূরা আত-তাগাবুন: (হার-জিত বা ক্ষতি-লাভ), ১৮ আয়াত।
৬৫. সূরা আত-তালাক: (বর্জন করা, স্ত্রী তালাক দেয়া), ১২ আয়াত।
৬৬. সূরা আত-তাহরীম: (হারাম বা অবৈধ করে নেওয়া), ১২ আয়াত।
৬৭. সূরা আল-মুল্ক: (রাজত্ব), ৩০ আয়াত।
৬৮. সূরা আল-কলম: (কলম, লিখনী), ৫২ আয়াত।
৬৯. সূরা আল-হাক্কাহ: (সত্যটি, কিয়ামতের একটি নাম), ৫২ আয়াত।
৭০. সূরা আল-মাআরিজ: (সম্মান বৃদ্ধি, সিঁড়ি), ৪৪ আয়াত।
৭১. সূরা নূহ: (একজন নবীর নাম), ২৮ আয়াত।
৭২. সূরা আল-জ্বিন: (জ্বিন জাতি), ২৮ আয়াত।
৭৩. সূরা আল-মুজ্জাম্মিল: (চাদর আবৃত), ২০ আয়াত।
৭৪. সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির: (বস্ত্র আবৃত), ৫৬ আয়াত।
৭৫. সূরা আল-কিয়ামাহ্: (শেষ বিচার দিবসে দাঁড়ান), ৪০ আয়াত।
৭৬. সূরা আদ-দাহ্‌র বা ইনসান: (যুগ, সময়, মানব জাতি), ৩১ আয়াত।
৭৭. সূরা আল-মুরসালাত: (চলমান বায়ু), ৫০ আয়াত।
৭৮. সূরা আন-নাবা: (সংবাদ), ৪০ আয়াত।
৭৯. সূরা আন-নাযিয়াত: (মালিকুল মাউত কর্তৃক রুহ বের করা), ৪৬ আয়াত।
৮০. সূরা আবাসা: (মুখ ফিরিয়ে নেয়া), ৪২ আয়াত।
৮১. সূরা আত-তাকভীর: (সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া), ২৯ আয়াত।
৮২. সূরা আল-ইনফিতার: (আসমান বিদীর্ণ হওয়া), ১৯ আয়াত।
৮৩. সূরা আল-মুতাফফিফীন: (প্রতারক), ৩৬ আয়াত।
৮৪. সূরা আল-ইন্‌শিকাক্: (আসমান ভেঙ্গে যাওয়া), ২৫ আয়াত।
৮৫. সূরা আল-বুরুজ: (আসমানের তারকা), ২২ আয়াত।
৮৬ সূরা আত-তারিক্ক: (রাত্রে আগমনকারী) , ১৭ আয়াত।
৮৭. সূরা আল-আ'লা: (সর্বোচ্চ বা উন্নত), ১৯ আয়াত।
৮৮. সূরা আল-গাশিয়া: (ঢেকে রাখা বা কিয়ামতরে নাম), ২৬ আয়াত।
৮৯. সূরা আল-ফজর: (ফজরের সময়), ৩০ আয়াত।
৯০. সূরা আল-বালাদ: (দেশ বা শহর), ২০ আয়াত।
৯১. সূরা আশ-শামস: (সূর্য), ১৫ আয়াত।
৯২. সূরা আল-লাইল: (রাত, রাত্রিকাল), ২১ আয়াত।
৯৩. সূরা আদ-দ্বোহা: (সকাল বেলার আলো), ১১ আয়াত।
৯৪. সূরা আল-নাশরাহ: (উন্মুক্ত করন বা খোলামেলা), ৮ আয়াত।
৯৫. সূরা আত-ত্বীন: (ত্বীন ফল বা আঞ্জির ফল), ৮ আয়াত।
৯৬. সূরা আলাক: (জমাট রক্ত), ১৯ আয়াত।

৯৭. সূরা কদরঃ (সম্মানীত, মুল্লায়ন), ৫ আয়াত।
৯৮. সূরা বায়্যিনাঃ (দলিল, প্রমাণ), ৮ আয়াত।
৯৯. সূরা যিলযালঃ (ভূমিকম্প), ৮ আয়াত।
১০০. সূরাআদিয়াতঃ (দ্রুতগামী ঘোড়া বা অশ্ব।), ১১ আয়াত।
১০১. সূরা কারিআঃ (মহা-প্রলয় বা কিয়ামতের অপর নাম), ১১ আয়াত।
১০২. সূরা তাকাছুরঃ (প্রাচুর্য বা বেশী পাওয়ার নেশা) , ৮ আয়াত।
১০৩. সূরা আছরঃ (আছরের সময় বা কাল), ৩ আয়াত।
১০৪. সূরা হুমাযাঃ (চোগলখোর বা পরনিন্দাকারী), ৯ আয়াত।
১০৫. সূরা ফীলঃ (হাতী বা হস্তী), ৫ আয়াত।
১০৬. সূরা কুরাইশঃ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের নাম কুরাইশ), ৪ আয়াত।
১০৭. সূরা মাউনঃ (সাহায্য বা সহায়তা), ৭ আয়াত।
১০৮. সূরা কাওছারঃ (কিয়ামতের দিন অফুরান্ত শরবতের নহর), ৩ আয়াত।
১০৯. সূরা কাফিরুনঃ (কাফিরগণ বা অবিশ্বাসীগোষ্ঠীর নামে), ৬ আয়াত।
১১০. সূরা আন-নছরঃ (আল্লাহ্‌র সাহায্য), ৩ আয়াত।
১১১. সূরা লাহাবঃ (জ্বলন্ত অঙ্গার), ৫ আয়াত।
১১২. সূরা ইখলাসঃ (আল্লাহ্‌র একত্ব), ৪ আয়াত।
১১৩. সূরা ফালাকঃ (নিশিভোর), ৫ আয়াত।
১১৪. সূরা নাসঃ (মানুষ জাতি), ৬ আয়াত।

৯. কুরআন থেকেই কুরআনের নিজস্ব নাম সমূহ।

কুরআন আল-কারিমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ সুন্দর সুন্দর নামে একে সম্ভোধন করেছেন। যেমন কোন আয়াতে 'আল-কুরআন', 'কুরআনুল কারিম', 'আল-কিতাবিল মুবিন', 'আহ্ছানুল হাদীস' ইত্যাদি। আল্লাহ্ তার অবতীর্ণ কুরআন আল-কারিমের এত নাম থাকা সত্বেও পাক-ভারতে গ্রন্থটি 'কুরআন-শরিফ' নামে ছাপা হত।

বাংলাদেশি প্রকাশকগণও পাক-ভারতের অনুকরনে 'কুরআন-শরিফ' নাম ব্যবহার করেছেন। এই 'শরিফ' শব্দটির ভুল শুদ্ধ আমি বলছি না। তবে 'কুরআন-শরিফ' নাম কুরআন ও হাদীছের কোথাও পাওয়া যায় না। আরব দেশগুলোতে 'আল কুরআনুল কারিম' নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু কিছ প্রকাশক কুরআনে বর্ণিত ঐ নামগুলো ব্যবহার করছেন। সবার অবগতির জন্য নিচে কুরআনের সুন্দর নাম সমুহ, আয়াত ও বাংলা অর্থ উল্লেখ করা হল।

১. কুরআন - قرآن অর্থ- কুরআন (সূরা যুখরুফ ৪৩:৩)।

২. আল-কুরআন - القرآن। অর্থ- কুরআনটি (সূরা বাকারা ২:১৮৫)।

৩. কুরআনুল কারিম - قُرْآنٌ الْكَرِيم অর্থ- সম্মানিত কুরআন (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৭)।

৪. আল কিতাব - الكتاب অর্থ- নির্দিষ্ট কিতাব (সূরা বাকারা ২:২)।

৫. আল-কিতাবিল মুবিন - الْكِتَابِ الْمُبِين অর্থ- সুস্পস্ট কিতাব (সূরা মায়িদা ৫:১৫)।

৬. নূরা মুবিন - نُورًا مُبِينً অর্থ- প্রকাশ্য যোতি (সূরা নিসা ৪:১৭৪)।

৭. আল-ফুরকান - الْفُرْقَانَ অর্থ- বিচারের মানদণ্ড (সূরা বাকারা ২:১৮৫)।

৮. আল-হাকিম - الْحَكِيمِ অর্থ- বিজ্ঞতা সম্পূর্ণ (সূরা ইউনুস ১০:১)।

৯. আল-জিকির - الذِّكْرِ অর্থ- অনুস্মারক (সূরা হিজস ১৫:৯)।

১০. কালিমাত-আল্লাহ্ - كلمة الله অর্থ- আল্লাহ্‌র কালাম (সূরা তওবা ৯:৬)।

[এরুপ ১১-৫৪ টি নাম অমার অন্য বইতে বিস্তারিত রয়েছে।]

১০. প্রতিদিন আমলের জন্য কুরআন থেকে কিছু দু'য়া।

দু'য়া হচ্ছে ইবাদত, সুতরাং দু'য়া একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, সরাসরি তাঁকে ডাকতে হবে এবং তাঁর নিকঠ চাইতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কার মাধ্যমে দু'য়া করা শির্‌ক এবং আল্লাহ্ সেই দু'য়া কবুল করেন না। কুরআন থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেন: "আর তোমাদের 'রব' বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি (আল্লাহ্) তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত (দু'য়া) বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা মু'মিন ৪০:৬০)।

আল্লাহ্ আরও বলেন: "(হে নবী) আর য়খন আমার বান্দাগন আমার সন্মন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও: নিশ্চয় আমি সন্নিকটর্বতী; কোন আহবানকারী যখনই আমাকে আহবান করে তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় (আমার হুকম মান্য করে) এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।" (সূরা বাকারা ২:১৮৬)।

আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা তোমাদের 'রবকে' ডাক কাকতি-মিনতি করে এবং গোপনে। তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আ'রাফ ৭:৫৫)।

আল্লাহ্ আরও বলেন: "অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন তখনই নফল ইবাদত করবেন, এবং স্বীয় 'রবের' প্রতি মনোনিবেশ করবেন।" (সূরা ইনশিরাহ ৯৪:৭-৮)।

হাদীস: "আবূ হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের 'রব' অমাদের নিকটবর্তী আসমানে অবতরন করে ঘোষনা করতে থাকেন: আমার নিকট দু'য়া করবে কে? আমি তার দু'য়া কবুল করব। আমার নিকট কে চাইবে? আমি তাকে দান করবো। আমার কাছে কে তার গুনাহ ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩২১, ১১৪৫, আ.প্র-৫৮৭৬, ই.ফা-৫৭৬৯)।

দু'য়া কবুলের জন্য এর চেয়ে সহজ আর কি উপায় আছে? সুতরাং শেষ রাতে তাহাজ্জতের সালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র নিকট নিজে দু'য়া করেতে হবে এবং গুনাহ্ থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করবেন ও দু'য়া কবুল করবেন, ইন্‌শা আল্লাহ্।

<u>দু'য়া কবুল হওয়ার কিছু শর্ত-</u>

হাদীস: "আনাস (রাদি.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের কেউ দু'যা করলে দু'য়ার সময দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দু'য়া করবে এবং এ কথা বলবে না, হে আল্লাহ্! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে কিছু দিন। কারন আল্লাহ্‌কে বাধ্য করার কেউ নেই।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৩৮,৭৪৬৪, আ.প্র-৫৮৯৩, ই.ফা-৫৭৮৩, মুসলিম ৪৫/৩৭-২৬১৮)।

হাদীস: "আবূ হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেক ব্যাক্তির দু'যা কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে আর বলে যে, আমি দু'য়া করলাম; কিন্তু আমার দু'য়া তো কবুল হলো না।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৪০, আ.প্র-৫৮৯৫, ই.ফা-৫৭৮৮, মুসলিম ৪৮/২৪-২৭৩৫, আহমাদ-১৩০০৭)।

সূরা ফাতিহার শুরুতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা অছে, বাকীটা সবই দু'য়া। সূরা ফাতিহার বাংল অনুবাদ- "আল্লাহ্‌র নামে শুরু যিনি পরম করুনাময় ও পরম দয়ালু। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সারা আলমের 'রব'। যিনি পরম করুনাময় ও পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের (একমাত্র) মালিক। অমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। অমাদের সরল পথ দেখাও। সে লোকদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গজব পড়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (সূরা ফাতিহা ১:১-৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-১। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - - - - - -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"বিছমিল্লা-হির রাহ'মা-নির্ রাহীম। আউযু-বিল্লা-হি মিনাশ্শাইত'া-নির্ রজীম্।"

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

বাংলা অনুবাদ:
"যখন কুরআান পাঠ করবে তখন বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।" (সূরা নাহ্ল ১৬:৯৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-২। আদম ও হাওয়া (আ.)-এর দু'য়া - - - - - - - - -

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বানা-জ'লামনা' আংফুছানা- ওয়া ইল্লাম্ তাগফির লানা- ওয়া তারহ'মনা- লানাকূনান্না মিনাল খা-ছিরীন।"
বাংলা অনুবাদ:
"তারা (আদম ও হাওয়া) উভই বলল: 'হে আমাদের 'রব'! আমরা অমাদের উপর জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আ'রাফ ৭:২৩)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩। ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ:)-এর দু'য়া - - - - - - -

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বানা-তাক'াব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আংতাছ ছামী'উল 'আলীম।"

বাংলা অনুবাদ:
"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কা'বা ঘরের ভিত নির্মান করেছিল তখন তারা বলেছিল: হে আমাদের 'রব'! আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্ব শ্রতা, সর্ব জ্ঞাতা।" (সূরা বাকারা ২:১২৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪। ইবরাহীম (অ:) তার বংশধরদের জন্য দু'য়া - - - -

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বানা-ওয়াজা'আল্না- মুছলিমাইনি লাকা ওয়ামিং যু' ররিইইয়াতিনা- উম্মাতাম্ মুছলিমা-তাল্লাকা ওয় আরিনা-মানা-ছিকানা-ওয়াতুব 'আলাইনা- ইন্নাকা আংতা-ত্তাওয়া-বুর রা'হীম।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! আমাদের উভয়কে বানাও তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ-কারী এবং আমদের বংশধর থেকেও তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী এক উম্মত বানাও। এবং আমাদের হজের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। নিশ্চয়ই তুমি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ২:১২৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫। দুনিয়ার ও আখিরাতের জন্য দু'য়া - - - - - - - - - -

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বানা আ-তিনা-ফিদ্দুনইয়া-হ'ছানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হা'ছানাতাওঁ ওয় কি'না- 'আয'া-বান্না-র।"

বাংলা অনুবাদ:

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে বলে: হে আমাদের 'রব'! এ দুনিয়াতে আমাদের কল্যান দান কর এবং আখিরাতেও আমাদের কল্যান দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা কর।" (সূরা বাকারা ২:২০১)।

কুরআনের দু'য়া নং-৬। ধৈর্য ধারনের জন্য দু'য়া করতে হবে - - - - - - -

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বানা-আফ্রিগ্ আলাইনা-সাবরাওঁ ওয়া ছ' াব্বিত্ আক'দা-মানা- ওয়াংসুরনা-'আলাল ক'াওমিল কা-ফিরীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"তালুত ও তার সেনাবাহিনী যখন জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সন্মুখীন হল তখন তারা বলল, হে আমাদের 'রব'! ধৈর্য দাও আমাদের মনে, দৃঢ়পদ রাখ আমাদের, আর সাহায্য কর আমাদের কাফির জাতির বিরুদ্ধে।" (সূরা বাকারা ২:২৫০)।

কুরআনের দু'য়া নং-৭। দু'য়ার মাধ্যসে ঈমান আনা - - - - - - - - - - -

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

বাংল প্রতির্বণায়ন:
"আ-মানার্‌রাছুলু বিমা-উংঝিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা, কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহী, লা-নুফররিকু' বাইনা আই'াদিম্ মির্ রুছুলিহী, ওয় ক'া-লূ ছামি'না ওয়াআতা'না, গুফরা-নাকা রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাসীর।"
বাংলা অনুবাদ:
"রাসূল ঈমান এনেছেন ঐ সব বিসযের প্রতি যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাঁর 'রবের' পক্ষ থেকে এবং মু'মিনরাও ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর মালাইকাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমুহের প্রতি এবং রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে: আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তারা আরো বলে: আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের 'রব' আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই কাছে করতে হবে।" (সূরা বাকারা ২:২৮৫)।

কুরআনের দু'য়া নং-৮। আল্লাহ্ আমাদের মাওলা, তাই আল্লাহ্‌র নিকটই দু'য়া -

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"লা-ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফছান ইল্লা- উছ'আহা-, লাহা-মা কাছাবাত ওয়া আলাইহা-মাক্তাছাবাত, রাব্বানা- লা-তুআ-খিয'না- ইন্ না'ছীনা-আও আখত'ঈনা-, রাব্বানা-ওয়ালা-তাহ'মিল 'আলাইনা-ইসরাং কামা-হ'মালতাহূ আলাল্লায'ীনা মিং কা'বলিনা-, রাব্বানা-ওয়ালা তুহ'াম্মিল্না মা-লা-ত'া-ক'াত-লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না-। ওয়াগফিরলানা-। ওয়ারহ' ামনা-। আংতা মাওলা-না- ফাংসুরনা- 'আলাল ক'াওমিল কা-ফিরীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"আল্লাহ্ অর্পণ করেন না কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব যা বহন করার সাধ্য তার নেই। যা কিছু ভাল সে কামাই করে তা তারই এবং যা কিছু মন্দ সে উপার্জন করে তাও তারই। হে আমাদের 'রব'! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের পাকরাও কর না। হে আমাদের 'রব'! আর অর্পন কর না আমাদের উপর এমন গুরুদয়িত্ব যেমন অর্পণ করেছিলে অমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের 'রব'! অর্পন কর না আমাদের উপর এমন বোঝার ভার যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের পাপ মোচন করে দাও, অমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি (আল্লাহ্) আমাদের মাওলা। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের মোকবেলায় তুমি আমাদের বিজয়ী কর।" (সূরা বাকারা ২:২৮৬)।

কুরআনের দু'য়া নং-৯। সত্য লংঘন না করার জন্য দু'য়া - - - - - - - - -

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-লা-তুঝিগ কু'লূবানা-বা'দা ইয্ হাদাইতানা-ওযাহাবলানা- মিল্লা দুংকা রাহ'মাতান ইন্নাকা আংতাল ওয়াহহা-ব।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! সরল-সঠিক পথ আমাদের প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে আবার সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত কর না। আর আমাদের দাও তোমার অপার করুনা। তুমি তো মহাদাতা।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-১০। প্রথমে ঈমান আনতে হবে তারপর দু'য়া - - - - - -

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা' ইন্নানা' আ-মান্না-ফাগ্‌ফিরলানা-যু'নূবানা-ওয়াকি'না- আয'া-বান্না-র।"
বাংলা অনুবাদ:
"মোত্তাকী তারা যারা বলে: হে আমাদের 'রব'! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের পাপসমুহ মাফ করে দিন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৬)।

কুরআনের দু'য়া নং-১১। একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই সন্তান চাইতে হবে - - - -

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বা হাবলী মিল্লাদুংকা যু'ররিইইয়াতাং ত'াইয়িবাতান ইন্নকা ছামী'উদ্দু'আ-ই।"
বাংলা অনুবাদ: "সেখানেই যাকারিয়া তার 'রবের' কাছে প্রার্থনা করে বলল: হে আমার 'রব'! তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর। তুমি তো শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রবনকারী।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-১২। ইমান এনেই দু'য়া করতে হবে - - - - - - - - - - -

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বানা' আ-মান্না' বিমা আংঝালতা ওয়া-ত্তাবা'নার্‌ রাছুলা ফাক্‌ তুবনা-মা'আশ্‌শা-হিদীন।"
বাংলা অনুবাদ:
"হে আমাদের 'রব'! আমরা ঈসান এনেছি তুমি যা নাজিল করেছ তাতে এবং আনুগত্য করেছি রাসূলের, সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৩)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৩। 'ইস্‌রাফ' إِسْرَافَنَا বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - -

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানাগ্ ফিরলানা-যু'নূ বানা- ওয়া ইছরা-ফানা-ফী' আমরিনা-ওয়াছ'াব্বিত আক' দা-মানা- ওয়াংসুরনা- 'আলাল ক'াওমিল কা-ফিরীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর তাদের কোন কথা ছিল না একথা ছাড়া: হে আমাদের রব! মার্জনা করে দাও আমাদের অপরাধ এবং আমাদের কাছে যে إِسْرَافَنَا বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা; আর দৃঢ়পদ রাখ আমাদের এবং কাফের কওমের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য কর।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৪৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৪। আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে দু'য়া করা - - - - - - - - -

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-মা-খালাক'তা হা-য'া-বা-তি' লাং ছুব্‌হ'া-নাকা ফাকি'না-'আয'া-বান্ন-র।"

বাংলা অনুবাদ:

"যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে দাঁরিয়ে, বসে এবং শুয়ে এবং চিন্তা করে আসমান ও জমিনের সৃজনের ব্যাপারে এবং বলে: হে আমাদের 'রব'! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি। আমরা তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করি। তুমি আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৯১)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৫। জাহান্নামের লাঞ্চনা থেকে বাঁচার দু'য়া - - - - - -

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-ইন্নাক'া মাং তুদখিলিন্না-রা ফাক'াদ আখঝাইতাহু ওয়া মা-লিজ্জ'ালিমীনা মিন্ আংসা-র।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে দাখিল করলে তাকে তো লাঞ্চিত করলে; আর জালিমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৯২)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৬। ঈমান আনতে হবে এবং দু'য়া করতে হবে - - - - -

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-ইন্নানা-ছামি'না-মুনা-দিআই ইউনা-দী লিল্ ঈমা-নি আন্ আ-মিনু বিরাব্বিকুম ফাআ-মান্না-রাব্বানা ফাগফির্লানা-যু'নূবানা ওয়া-কাফ্ফির-'আন্না-ছাইয়িআ-তিনা ওয়া-তাওয়াফ্ফানা মা'আল আব্রা-র।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! নিশ্চয় আমরা শুনেছি এক আহবানকারীকে ঈমান আনার জন্য আহবান করতে: 'তোমরা ঈমান আন তোমাদের রবের প্রতি।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের 'রব'! অতএব তুমি মাফ করে দাও আমাদের গুনাহগুলো এবং দুরীভুত করে দাও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমুহ আর অমাদের মৃত্যু দাও নেক্কারদের সাথে।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৯৩)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৭। কিয়ামাতের লাঞ্চনা থেকে বাঁচার দু'য়া - - - - - -

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা ওয়া-আ-তিনা মা-ওয়া-'আত্তানা 'আলা-রুছুলিকা ওয়ালা-তুখঝিনা ইয়াওমাল কি'য়া-মাতি ইন্নাকা লা-তূখ্লিফুল মী'আ-দ।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! তুমি আমাদের দাও, যা তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের দিতে ওয়াদা করেছ এবং কিয়ামাতের দিন আমাদের লান্ছিত কর না। তুমি তো কখসও ওয়াদা খেলাফ কর না।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৯৪)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৮। অত্যাচারী শাষক থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - -

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা- আখরিজনা- মিন হা-যি'হিল ক'ারইয়া তিজ'া-লিমি আহদুহা- ওয়াজ' আল লানা- মিল্লাদুংকা ওয়ালিইইয়াওঁ ওয়াজ'আল লানা- মিল্লাদুংকা নাসীরা।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র পথে এবং সেসব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে: 'হে আমাদের 'রব'! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে দাও, এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী ? আর তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের অভিবাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার তরফ থেকে কাউকে আতাদের জন্য সাহায্যকারী করে দাও।" (সূরা নিসা ৪:৭৫)।

কুরআনের দু'য়া নং-১৯। ঈমান এনে অশ্রুবিগলিত করে দু'য়া করা - - - - -

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-আ-মান্না ফাকতুব্‌না-মা' আশ্‌শা-হিদীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর তারা যখন শোনে রাসূরের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুবিগলিত দেখতে পাবেন, কারন তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। আর তারা বলে: 'হে আমাদের 'রব'! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আপনি আমাদের সত্যকে স্বীকারকারীদের তালিকা ভুক্ত করে নিন।" (সূরা মায়িদা ৫:৮৩)।

কুরআনের দু'য়া নং-২০। জালিম লোকদের থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - -

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা- লা-তাজ'আলনা-মা'আল ক'াওমিজ্‌ জ'া-লিমীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর যখন তাদের (জান্নাতীদের) দৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পতিত হবে তখর তারা বলবে: হে আমাদের 'রব'! আমাদের এ জালিম লোকদের সাথী করবেন না।" (সূরা আ'রাফ ৭:৪৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-২১। সামাজীক বা গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - -

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানাফ্তাহ্' বাইনানা-ওয়া বাইনা- ক'ওমিনা বিল্হ'াক্কি ওয় আংতা খাইরুল ফা-তিহ'ীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে মীমাংসা করে দিন ন্যায়ভাবে আর আপনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। (সূরা আ'রাফ ৭:৮৯)।

কুরআনের দু'য়া নং-২২। মুসলিম হিসাবে মৃত্যুর জন্য দু'য়া - - - - - - - -

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা- আফরিগ 'আলাইনা সাব্রাওঁ ওয়া-তাওয়াফ্ফানা মূছলিমীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"তুমি তো শুধু এ কারণেই আমাদের সাথে শত্রুতা করছ যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের 'রবের' নিদর্শনসমুহের প্রতি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের 'রব'! আমাদের প্রতি ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং মুসলি হিসেবে অমাদে মৃত্যু দাও।" (সূরা আ'রাফ ৭:১২৬)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৩। মুসা(আ.) নিজের ও ভাইয়ের জন্য দু'য়া - - - - -

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বিগফিলী ওয়া-লি-আখী ওয়া-আদখিল্না ফী-রাহ'মাতিকা, ওয়া-আংতা আরহ'ামুর রা-হি'মীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"মুসা বলল: হে আমাদের 'রব'! ক্ষমা কর আমাকে ও আমার ভাইকে এবং দাখিল কর আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা আ'রাফ ৭:১৫১)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৪। কেহ কুরআন থেকে বিমুখ হলে দু'য়া - - - - - - -

حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"হ'ছ্-বিয়াল্লা-হু, লা-ইলা-হুওয়া, 'অলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়া-হুওয়া রাব্বুল 'আর্শিল 'আজীম।"

বাংলা অনুবাদ:

"এতদসত্বে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলে দিন: আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ঠ, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি বিরাট আরশের অধিপতী।" (সূরা তওবা ৯:১২৯)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৫। জালিমের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - - -

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

". . . রাব্বানা-লা-তাজ'আলনা-ফিতনাতাল-লিল্ কা'ওমিজ্ জা'লিমীন।
ওয়া-নাজ্জিনা বিরাহ'মাতিকা মিনাল কা'ওমিল কা-ফিরীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"মুসা বলল: হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক। তারপর তারা বলল: আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের 'রব'! আমাদেরকে জালিম কওমের নির্যাতনের ক্ষেত্র কর না। আর আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে এ কাফির কওমের কবল থেকে রক্ষা কর।" (সূরা ইউনুস ১০:৮৪-৮৬)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৬। অজানা বিষয় নিয়ে দু'য়া - - - - - - - - - - - - -

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن
مِّنَ الْخَاسِرِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বি ইন্নী-আউযু'বিকা আন-আছ্-আলাকা মা-লাইছ-লী বিহী 'ইলমুওঁ, ওয়-ইল্লা- তাগফিরলী ওয়া-তারহ'মনী- অকুম্-মিনাল খা-ছিরীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"নূহ বলল: হে আমাদের 'রব'! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে, যার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই; আপনি আমাকে

ক্ষমা না করলে এবং আমার প্রতি দয়া না করলে আমি তো ক্ষতিগ্রস্থদের শামিল হয়ে পড়ব।" (সূরা হুদ ১১:৪৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৭। ইবরাহীম (আ:) সন্তানদের জন্য দু'য়া করেছিলেন - -

رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বিজ 'আল- হা-য'াল্ বালাদা আ-মিনাওঁ ওয়া-জ্নুবনী ওয়-বানিইইয়া আন্না'বুদাল্ আসনা-ম।"

বাংলা অনুবাদ:

"স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিলেন: হে আমাদের 'রব'! এ (মক্কা) নগরীকে নিরাপত্তাময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপুজা থেকে দুরে
রাখুন।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪:৩৫)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৮। ইবরাহীম (আ:) মূর্তি থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - -

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি ইন্নাহুন্ন আদ'লাল্না কাছীরাম্ মিনান্না-ছি, ফামাং তাবি'আনী ফাইন্নাহূ মিন্নী, ওয়ামান্ 'আসা-নী ফাইন্নকা গাফূরুর রাহীম।"

বাংলা অনুবাদ:

". . . হে আমাদের 'রব'! এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে; তাই যে ব্যাক্তি আমার অনুসরণ করবে সে তো আমার দলভুক্ত, কিন্তু যে আমার কথা অমান্য করবে (আপনি তাকে হেদায়াত করুন), কেন না অপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪:৩৬)।

কুরআনের দু'য়া নং-২৯। ইবরাহীম (আ:) তার বংশধরদের জন্য দু'য়া - - - -

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা- ইন্নী- আছ্কাংতু মিং যু'র্‌রীইইয়াতী বিওয়াদিন্ গাইরি যী-ঝার্'ইন্ 'ইংদা বাইতিকাল্ মুহা'র্‌রামি, রাব্বানা-লি-ইউকীমুস্ সালাতা ফাজ'আল্ আফ্ইদাতাম্ মিনান্নাছি তাহ'বী ইলাইহীম্ ওয়ার্-ঝুক'হুম্ মিনাছ্' ছামারাতি লা'আল্লাহুম্ ইয়াশ্কুরূন। "

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি। হে আমাদের 'রব'! যেন তারা সালাত কায়েস করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রকি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শুকুর করে।" (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:৩৭)।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-ইন্নাকা তা'লামু মা-নুখ্ফী ওয়ামা-নু'লিমু, ওয়ামা-ইয়াখ্ফা 'আলাল্লা-হি মিং শাইইং ফিল্ আর্‌দি' ওয়ালা-ফিছ্ছামাই।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! আপনি তো জানেন যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু অমরা প্রকাশ করি। কোন কিকুই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন থাকে না জমিনে আর না আসমানে।" (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪:৩৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩০। নিজের, পিতা-মাতাসহ মু'মিনের জন্য দু'য়া- - - -

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء-40
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-41

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বিজ 'আল্নী মুকীমাসালা-তি ওয়া-মিং যু'র্‌রিইইয়াতী, রাব্বানা- ওয়া তাক'াব্বাল দু'আ-ই। রাব্বানাগ-ফিরলী ওয়া-লি ওয়া-লি দাইযা ওয়া-লিল্ মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূ'মুল্ হি'ছাব্।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমার 'রব'! আমাকে সালাত আদায়কারী এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আমাদের 'রব' প্রাথনা শুনে থাকেন। হে আমাদের 'রব' ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনকে যেদিন হিসাব সেদিনে।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪:৪০-৪১)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩১। আমাদের সবার কল্যানের জন্য দু'য়া - - - - - - - -

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি আদ্-খিল্নী মুদ্খালা সিদকি' ওয়া-আখরিজনী মুখরাজা সিদ্কি' ওয়া-জ'আলনী মিল্লাদুংকা ছুল্ত'ানান্ নাসীরা।"

বাংলা অনুবাদ:

"বলুন হে আমার 'রব'! আমাকে কল্যানের সাথে দাখিল করুন এবং আমাকে বের করুন কল্যানের সাথে, আর আমাকে আপনার নিজের কাছ থেকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮০)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩২। পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহনকারী যুবকদের দু'য়া - -

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-আতিনা-মিল্লাদুংকা রাহ্'মাতাওঁ ওয়া-হাইয়ি' লানা-মিন্ আম্রিনা-রাশাদা ।"

বাংলা অনুবাদ:

"স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহন করল, তারপর দু'য়া করল: হে আমাদের 'রব'! আমাদের দান করুন আপনার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন।" (সূরা কহফ ১৮:১০)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৩। মুসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট দু'য়া করেছিলেন - - - -

ـ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِى ـ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ـ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى

رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বিশ্-রাহ'লী সাদ্রী। ওয়া-ইয়াছ্ছিরলী-আমরী। ওয়া-হ্'লুল 'উক'দাতাম্-মিল্লিছানী। ইয়াফ্-ক'াহূ ক'াওলী।"

বাংলা অনুবাদ:

"ফেরাউনের কাছে যাও, সে দারুনভাবে সীমা ছারিয়ে গেছে। মুসা বললেন: হে আমার 'রব'! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন; এবং আমার কাজ সহজ করে দিন; এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন; যেন লোকে আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্বাহা ২০:২৪-২৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৪। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'য়া - - - - - - - - - - - - - -

رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি ঝিদ্নী ঈলমান।"

বাংলা অনুবাদ:

"বস্তুত আল্লাহ্ অতী মাহান, প্রকৃত মালিক। আর আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন পাঠে তারাহুরা করবেন না। আপনি বলুন: হে আমার 'রব'! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" (সূরা ত্বাহা ২০:১১৪)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৫। ইউনুস আঃ মাছের পেট থেকে দু'য়া - - - - - -

أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"আল্-লা'ইলাহা ইল্লা-আংতা ছুবহা'নাকা, ইন্নী কুংতু মিনাজ্' জ'ালিমীন্।"

বাংলা অনুবাদ:

"অর স্মরণ কর, যুন-নুন (ইউনুস আঃ)-এর কথা, যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ধারনা করেছিলেন যে, আমি তাকে পাকরাও করব না। তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্য থেকে দু'য়া করলেন: আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান। আমিই জালেম। তখন আমি (আল্লাহ্) তার দু'য়া কবুল

করলাম এবং তাকে মুক্তি দিলাম দুশ্চিন্তা থেকে। আমি এভাবেই মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা আম্বিয়া ২১:৮৭-৮৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৬। নি:সন্তান যাকারিয়া (আঃ) সন্তানের জন্য দু'য়া - - - -

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"লা-তাযা'রূনী ফারদাওঁ ওয়া-আংতা খাইরুল্ ওয়া-রিছী'ন্।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর স্মরণ করুন যাকারিয়ার কথা, যখন তিনি তার 'রবকে' ডেকে বলেলিন: হে আমার 'রব'! আমাকে নি:সন্তান অবস্থায় রাখবেন না। আর আপনি তো সর্বোত্তম ওয়ারিশ।" (সূরা আম্বিয়া ২১:৮৯)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৭। নবী (ﷺ) আল্লহ্ নিকট যে দু'য়া করেছিলেন - - -

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বি ফালা তাজ-আলনী ফিল-কা'উমি-জ্বা'লিমীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমার 'রব'! আমাকে শামিল করবেন না সে জালিমদের দলে।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:৯৪)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৮। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - - - - - -

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বি আ'ঊযু'বিকা মিন হামাঝা-তিশ্শাইয়া-তী'ন।"

"ওয়া আ'ঊযু'বিকা রাব্বি আইঁ-ইয়হ্ দু'রূন।"

বাংলা অনুবাদ:

"অপনি দু'য়া করুন: হে আমার 'রব'! আমি শয়তানের কুমন্তণা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার 'রব'! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাদের (শয়তানের) উপস্থিতি থেকে।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:৯৭-৯৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৩৯। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও রহম চেয়ে দু'য়া করা - - - - - - -

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বানা- আ-মান্না-ফাগফির্-লানা ওয়ার্হ'াম্না- ওয়াআংতা খাইরুর রা-হি'মীন।"
বাংলা অনুবাদ:
"আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা দু'য়া করত:
হে আমাদের 'রব'! আমারা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন; আপনি তো সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়াদু।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:১০৯)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪০। আল্লাহর ক্ষমা ও রহম চেয়ে দু'য়া করা - - - - - -

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বিগফির ওযার্হ'াম ওয়া আংতা খাইরুর্‌রা-হি'মীন।"
বাংলা অনুবাদ:
"বলুন, হে আমাদের 'রব'! ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং আপানি সর্বশ্রেষ্ঠ রহমরকারী।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:১১৮

কুরআনের দু'য়া নং-৪১। ইবরাহীম (আ:) হেকমতের জন্য দু'য়া - - - -

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বি হাবলী হু'কমাওঁ ওয়া আল্-হি'ক'নী বিস্-সালিহী'ন।"
বাংলা অনুবাদ:
"হে আমার 'রব'! আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে পুন্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (সূরা শু'আরা ২৬:৮৩)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪২। পিপিলীকার ভাষন শুনে সুলায়মান আ:-এর দু'য়া - -

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি আওঝি'নী-আন-আশকুরানি'মাতা-কাল্লাতী- আন'আমতা 'আলাইইয়া ওয়া 'আলা-ওয়া-লিদাইইয়া ওয়াআন আ'মালা সা-লিহ'াং তার্দ'া-হু ওয়া আদখিলনী বিরাহ'মাতিকা ফী 'ইবাদি কাসসা-লিহীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"পিপিলীকার এ কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হেসে বললেন: হে আমার 'রব'! আপনি আমাকে সামর্থ দিন যাতে আমি আপনার সেসব নিয়ামতের শুকুর আদায় করতে পারি যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি এমন নেক কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, আর অমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার নেক বান্দাদের শামিল করে নিদন।" (সূরা নামল ২৭:১৯)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৩। মুসা (আ:) ঝগরা মিটাতে গিয়ে দু'য়া করলেন - - -

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি ইন্নী জ'লাম্তু নাফ্ছী ফাগ্ফির্লী ফাগাফারা লাহূ, ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর্ রাহীম।"

বাংলা অনুবাদ:

"তিনি (মুসা আ:) বললেন: **হে আমার 'রব'! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।**" (সূরা কাসাস্ ২৮:১৬)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৪। মুসা (আ:)-এর পরের দু'য়া - - - - - - -

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি বিমা-আন্'আমতা আলাইইয়া ফালান্ আকূনা জ'াহীরাল লিলমুজরিমীন্।"
বাংলা অনুবাদ:
"তিনি (মুসা আ:) আরও বললেন: হে আমার 'রব'! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সহায়ক হব না।" (সূরা কাসাস্ ২৮:১৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৫। মুসা (আ:)-এর পরের দু'য়া - - - - - - -

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:
"রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল্ ক'াওমিজ্'া -লিমীন।"
বাংলা অনুবাদ:
"অতঃপর তিনি (মুসা আ:) সেখান থেকে ভীত-সতর্ক অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন: হে আমার 'রব'! আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা কাসাস্ ২৮:২১)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৬। মুসা (আ:) অসহায় অবস্থায় দু'য়া করেছিলেন - - -

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:
"রাব্বি ইন্নী লিমা- আংঝাল্তা ইলাইইয়া মিন্ খাইরিং ফাকী'র।"

বাংলা অনুবাদ:
"অতঃপর মুসা তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালেন তারপর সরে গিয়ে ছায়ার নিচে বসলেন এবং দু:য়া করলেন: হে আমার 'রব'! যে অনুগ্রহই আপনি আমার প্রতি করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।" (সূরা কাসাস্ ২৮:২৪)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৭। লুত (আ:)-এর দু'য়া - - - - - - - - - - - -

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বিংসুরনী 'আলাল ক'ওমিল মুফছিদীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"লুত প্রার্থনা করলেন: হে আমার 'রব'! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।" (সূরা আনকাবুত ২৯:৩০)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৮। সুপুত্রের জন্য ইবরাহীম (আ:)-এর দু'য়া - - - - - -

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বি হাব্‌লী মিনাসসা-লিহীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর ইবরাহীম দু'য়া করলেন: হে আমার 'রব'! আমাকে একটি সুপুত্র দান করুন।" সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭:১০০)।

কুরআনের দু'য়া নং-৪৯। আরশ বহনকারী মালাইকাদের দু'য়া-১ - - - - - - -

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا
وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা-ওয়া-ছি'তানা কুল্লা শাইয়ির্ রাহ'মাতাওঁ ওয়া ইল্‌মাং ফাগ্‌ফির্ লিল্লাযী'না তা-বূ ওয়া-ত্তাবা'উ ছাবীলাকা ওয়া-কি'হিম্ 'আয'া-বাল জাহী'ম।"

বাংলা অনুবাদ:

"যে সকল মালাইকা আরশ বহন করে এবং তার চার পাশে রয়েছে, তারা তাদের 'রবের' সপ্রশংস পবিত্রতা-মহিমা ঘোষনা করে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ইমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে:

হে আমাদের 'রব'! আপনি সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেনে রহমতে ও জ্ঞানে, অতএব তাদেরকে ক্ষমা করুন যারা তওবা করেছে এবং আপনার পথ অবলম্বন করেছে, আর তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন/গাফির ৪০:৭)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫০। আরশ বহনকারী মালাইকাদের দু'য়া-২ - - - - - - -

رَبَّنَا وَ اَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنِ ِۨ الَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ وَ مَنۡ صَلَحَ مِنۡ
اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَ ذُرِّیّٰتِهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ۙ﴿۸﴾

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"রাব্বানা- ওয়া-আদ্খিলহুম্ জান্না-তি 'আদনি নিল্লাতী ওয়া-'আত্তাহুম্ ওয়া-মাংসালাহ'া মিন্ আ-বা-ইহিম্ ওয়া-অঝওয়া জিহিম্ ওয়া-যু'ররিইয়া তিহিম্, ইন্নাকা আংতাল্ 'অঝীঝুল্ হ'াকীম।"
বাংলা অনুবাদ:
হে আমাদের 'রব'! অপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন অনন্তকাল অবস্থানের জান্নাতে যার ওয়াদা অপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নি ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেচে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মু'মিন/গাফির ৪০:৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫১। আরশ বহনকারী মালাইকাদের দু'য়া-৩ - - - - - - -

وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ ؕ وَمَنۡ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوۡمَئِذٍ فَقَدۡ رَحِمۡتَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ
هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۹﴾

বাংলা প্রতির্বণায়ন:
"ওয়া-কি'হিমমুছ ছাইয়িআতি, ওয়া-মাং তাকি'ছ-ছাইয়িআতী ইয়াওমায়িযিং ফাক'াদ্। রাহি'ম্তাহূ, ওয়া-যা'লিকা হুওয়াল্ ফাওঝুল্ 'আজী'ম।"
বাংলা অনুবাদ:
"আর আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন যাবতীয় অমঙ্গল থেকে। সেদিন আপনি যাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তাকে তো আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করবেন; আর এটাই মহা সাফল্য।" (সূরা মু'মিন/গাফির ৪০:৯)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫২। চল্লিশ বছর বয়সে পিতা-মাতার জন্য দু'য়া - - - -

رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚؕ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۵﴾

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বিা আওঝি'নী আং-আশ্কুরা নি'মাতাকা-ল্লাতী আন্'আম্তা 'আলাইইয়া ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইইয়া ওয়া-আন্ আ'মালা সা-লিহা'ং তারদা'হু ওয়-আসলিহলী ফী যু'র্রিই-ইয়াতী, ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া-ইন্নী মিনাল্ মুছলিমীন।

বাংলা অনুবাদ:

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভে ধারন করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারন করতে ও প্রসবান্তে দুধ ছাড়তে ৩০ (ত্রিশ) মাস লেগেছে। এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনিত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন সে বলে: হে আমার রব! আপনি আমাকে তওফিক দিন, যেন আমি আপনার সে নেয়ামতের শোকরগোজারী করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি এমন নেক কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার জন্য সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনারই দরবারে তওবা করছি এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আহকাফ ৪৬:১৫)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫৩। আকাশ ও স্থল পথের যানবাহনে আরোহনের দু'য়া- -

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"ছুব্হা'-নাল্লাযী' ছাখ্খারা লানা- হাযা ওয়া-মাকুন্না-লাহূ মুকরি'নীন। ওয়া ইন্না-ইলা- রাব্বানা লা মুংকা'লিবুন।"

বাংলা অনুবাদ:

"আর যিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর জোড়া এবং সৃষ্ঠি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তোমরা আরোহণ কর, যেন তোমরা তার পিঠের উপর আসন পেতে বসতে পার, তারপর তোমরা স্বীয় রবের নিয়ামতকে স্মরণ কর যখন তোসরা তার উপর স্থির হয়ে বস এবং বল: 'অতি পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের 'রবের' কাছে ফিরে যাব।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:১২-১৪)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫৪। জল পথে নৌকা-জাহাজে আরোহনের দু'য়া - - - -

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۱﴾

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"বিছ্‌মিল্লা-হি-মাজরিহা ওয়া-মুরছা-হা, ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহী'ম।"

বাংলা অনুবাদ:

"সে (নুহ আ:) বলল: এস ; তোমরা নৌকায় আরোহন কর ; আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার 'রব' পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা হূদ ১১:৪১)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫৫। মু'মিনগণ নিজের ও ভাইদের জন্য দু'য়া করবে - - -

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বানাগ্‌-ফিরলানা ওয়া-লি-ইখওয়ানি-নাল্লাযী'না ছাবাকূ'না বিল-ঈমানি ওয়ালা-তাজ'আল ফী কু'লূবিনা গিল্লা-লিল্লাযী'না আ'মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রাহী'ম।" (সূরা হশর ৫৯:১০)।

বাংলা অনুবাদ:

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের 'রব'! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রনী আমাদের সেই ভাইগণকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে অমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের 'রব'! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

কুরআনের দু'য়া নং-৫৬। ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের দু'য়া - - - - - - -

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

বাংলা প্রতিবর্ণায়ন:

"রাব্বানা লা-তাজ'আলনা ফিত্‌নাতা-লাল্লাযী'না কাফারূ ওয়া-গ্‌ফির্‌লানা রাব্বানা, ইন্নাকা আংতাল 'আঝীঝুল হা'কীম।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমাদের 'রব'! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। হে আমাদের 'রব'! নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মুমতাহীনা ৬০:৫)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫৭। মু'মিনগণ নুর বৃদ্ধির জন্য দু'য়া করবে - - - - - -

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বানা আতমিম-লানা নুরানা ওয়া-গ্‌ফির্‌লানা, ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়িং কা'দীর।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর খাঁটি তওবা। আশা করা যায় তোমাদের 'রব' তোমাদের মন্দকর্মসমুহ মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নহরসমুহ প্রবাহীত হয়। সেদিন নাবী ও তার মু'মিন সঙ্গিদেরকে আল্লাহ্‌ অপদস্ত করবেন না। তাদের নুর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে ছটোছুটি করবে। তারা (মু'মিনগণ) বলবে: হে আমাদের 'রব'! আমাদের নুরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি তো সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা তাহরীম ৬৬:৮)।

কুরআনের দু'য়া নং-৫৮। নুহ্‌ (আ:)-এর বদ দু'য়া - - - - - - - - - - - -

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

বাংলা প্রতির্বণায়ন:

"রাব্বিগ-ফিরলী ওয়ালি-ওয়ালি-দাইইয়া ওয়া-লিমাং দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাওঁ ওয়া লিল-মু'মনীনা ওয়াল-মু'মিনাতি, ওয়ালা-তাঝিদি-জ্জা'লিমীনা ইল্লা-তাবারা।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আমার 'রব'! অপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে, যারা আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মু'মিন অবস্থায় তাদেরকে এবং সকল মু'মিন

পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর জালিমদের কেবল ধ্বংশ বাড়িয়ে দিন।" (সূরা নুহ ৭১:২৮)।

১১. প্রতিদিন আমলের জন্য হাদীস থেকে কিছু দু'য়া ।

* হাদীসে উল্লেক আছে, দু'য়া হল ইবাদাত। - - - - - - - - - - - - - - - - -
হাদীস: "নু'মান ইবনু বাশীর (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, নাবী (ﷺ) বলেছেন: দু'য়াই হল ইবাদাত। তারপর তিনি (সূরা মু'মিন ৪০:৬০আয়াত) তেলাওয়াত করলেন: 'আর তোমাদের 'রব' বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি (আল্লাহ্) তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত (দু'য়া) বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সহীহ্ আত্-তিরমিযী হা-৩৩৭২, ইবনু মাজাহ্ হা-৩৮২৮)।

* দু'য়ার ফাজিলাত: হাদীসের বাক্য দ্বারা দু'য়া করলে তা অবশ্যই কবুল হবে। - -
হাদীস: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ্র নিকট দু'য়ার চেয়ে কোন জিনিস বেশি সন্মানিত নয়।" (সহীহ্ আত্-তিরমিযী হা-৩৩৭০, ইবনু মাজাহ্ হা-৩৮২৯)।

* যে দু'য়া করে না সে বদনসীব, একটি ইবাদত থেকে বঞ্চিত। - - - - - - - - - হাদীস: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ্র নিকট যে লোক চায় না (দু'য়া করে না), আল্লাহ্ তার উপর নাখোশ হন।" (সহীহ্ আত্-তিরমিযী হা-৩৩৭৩, ইবনু মাজাহ্ হা-৩৮২৭)।

* যে তিন লোকের দু'য়া অবশ্য কবুল হয়। তারা হচ্ছে - - - - - - - - - - - - -
হাদীস: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলছেন: তিন লোকের দু'য়া কবুল করা হয়। নির্যাতিতেরে দু'য়া[১], মুসাফিরের দু'য়া[২] এবং সন্তানদের উপর পিতার অভিশাপ[৩]।" (সহীহ্ আত্তিরমিযী হা-৩৪৪৮)।

* যে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, লা-হাওআ ওয়ালা-কুয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্" এই দু'য়ার ফাযীলাত -
হাদীস: "আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলছেন: পৃথিবীর বক্ষে যে লোকই বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, লা-হাওলা কুয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্, তার অপরাধগুল মাফ করা

হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির ন্যায় (বেশী) হয়।" (সহীহ্ আত্তিরমিযী-৩৪৬০)।

* ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' এই দু'য়ার ফাযীলাত - - - - - -
হাদীস: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলছেন: যে লোক একশত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' বলে তার গুনাহ্সমুহ ক্ষমা করা হয়, তা সাগরের ফেনারাশির সমপর্যায় হলেও।" (সহীহ্ আত্তিরমিযী-৩৪৬৬)।

হাদীসের দু'য়া নং-১। করোনা ভাইরাসে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দু'য়াা - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ
وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাছি
ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামী, ওয়ামিং ছায়্যি-ইল আছক্বাম।"

বাংলা অনুবাদ:
"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে শ্বেতরোগ, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ এবং সকল খারাপ রোগ থেকে আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ-আরবি শামেলা, হাদীস নং-১৫৫৬)।

হাদীসের দু'য়া নং-২। করোনা ভাইরাসে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তির সাথে শাক্ষাতের পর নিজের জন্য দু'য়াা - - - - - - - - - - - - - - - - -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اِبْتَلَاكَ بِهٖ
وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

আরবি উচ্চারণ:

"আল-হামদু লিল্লা হিল্লাযী আ-ফা-নী মিম্মা ইব-তালাকা বিহ্।
ওয়া ফাদ্দালানী আলা-কাছীরিং মিম্মান খালাক্বা তাফদ্বীলা।"

বাংলা অনুবাদ:
"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন সে বিপদ থেকে তিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির থেকে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।" (তিরমিযি, ই.ফা. হাদীস নং-৩৪৩১)।

হাদীসের দু'য়া নং-৩ । ব্যবসায় ক্ষতি বা লোকসান থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া- - - - -

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্ম ইন্নী আউযুবিকা আন উসীবা ফীহা সাফকাতান খাসিরাতান।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আল্লাহ্! আমি তেমার কাছে লোকসানজনক কেনা-বেচার ক্ষতি খেকে বাঁচতে চাই।" (বায়হাকী)।

হাদীসের দু'য়া নং-৪ । ঋণের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - - - - - -

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্ম ইন্নী আউযুবিকা মিন দলাইদ্ দায়ীন।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আল্লাহ্! ঋণের বোঝা থেকে তোমার কাছে আমি মুক্তি চাই।" (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীসের দু'য়া নং-৫ । প্রতিদিন ঘুমাতে গিয়ে যে দু'য়া পড়তে হয় - - -

بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

আরবি উচ্চারণ: "বিআসমিকা আমওয়তু ওয়া আহ্ইয়া।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস- "হে আল্লাহ্র! যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর অবার আমাদের পুনর্জীবিত করেন। আর প্রত্যাবর্তন তাঁর পানেই।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩১২,৬৩১৪,৬৩২৪,৭৩৯৪, আ.প্র-৫৮৬৭, ই.ফা-৫৭৬০)। ['আমওয়ত' অর্থ-ঘুম যা এক ধরনে মৃত্যু, 'আহ্ইয়া' অর্থ-ঘুম থেকে জেগে ওঠা]

হাদীসের দু'য়া নং-৬ । প্রতিদিন ঘুম থেকে যেগে যে দু'য়া পড়তে হয় - - -

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

আরবি উচ্চারণ:

"আলহামদু লিল্লাহি-ল্লাজী আহ্-ইয়ানা বা'য়াদ মা-আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "হে আল্লাহ্! আপনার নাম নিয়ে মরি আর আপনার নাম নিয়ে বাঁচি।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩১২,৬৩১৪,৬৩২৪,৭৩৯৪, আ.প্র-৫৮৬৭, ই.ফা-৫৭৬০)।

হাদীসের দু'য়া নং-৭। পায়খানায় প্রবেশের দু'য়া - - - - - - - - - - - -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খাবায়েছে।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী খবিছ শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩২২,১৪২, আ.প্র-৫৮৭৭, ই.ফা-৫৭৭০)।

হাদীসের দু'য়া নং-৮। বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য দু'য়া - - - - - - - -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন'আল-হাম্মী, ওয়া'আল-হাজামী, ওয়া-আল-আজ্জী, ওয়া-আল-কাছালী, ওয়া-আল-বাখলী, ওয়া-আল-জাবনী, ওয়া-আছ্ছালায়ী দ্দাইনী, ওয়া-গালাবাতী রিজাল।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "হে আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৬৩,৩৭১, আ.প্র-৫৯১৭, ই.ফা-৫৮১০)।

হাদীসের দু'য়া নং-৯। কারো বারাকাত ও সন্তান পাওয়ার জন্য দু'য়া - - - - - -

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্ম আক্ছীর মা'লা'হু ওয়া-ওয়ালাদাহু ওযা-বারিকলাহু ফীমা-আগতয়নাহু।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "হে আল্লাহ্! আপনি তার (অনাস রাদি.) মাল ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিন এবং আপনি তাকে যা দিয়েছেন তাতে বারাকাত দান করুন।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৮০-৬৩৮১,১৯৮২, আ.প্র-৫৯৩৩, ই.ফা-৫৮২৬)।

হাদীসের দু'য়া নং-১০। স্ত্রীসহবাসের পূর্বে দু'য়া - - - - - - - - - - - - - -

بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

আরবি উচ্চারণ:

বিস্মিল্লাহী আল্লাহুম্ম জান্নীবনা আশ্শয়তানা ওয়া-জান্নীব আশ্শয়তানা মা রাজাকতানা ফাইন্নহু ইন ইউকাদ্দার বাইনাহুমা ওয়ালাদ্দু ফি জালিকা লাম ইয়া দুর্‌রুহ্ শাইতানুন আব্‌দ।

বাংলা অনুবাদ:

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দান করেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন। তারপর তাদের এ মিলনের মাঝে যদি কোন সন্তান নির্ধরিত থাকে তা হলে শয়তান এ সন্তানকে কক্ষনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৮৮, আ.প্র-৫৯৪০, ই.ফা-৫৮৩৩)।

হাদীসের দু'য়া নং-১১। দুনিয়ার ফিত্‌না থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা - - - - -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন'আল-বুখ্‌লী, ওয়া-আউযুবিকা মিন'আল-জুব্‌নী, ওয়া-আউযুবিকা মিন'আন নুরাদ্দা ইলা আর্‌যালীল ওমুর, ওযা-আউযু-বিকা মিন ফিত্‌নাতি-দ্দুনিয়া ওযা-আযাবিল কাবীর।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি ভীরুতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর আশ্রয় চাচ্ছি আমাদেরকে বার্ধক্যের আতিশয্যের দিকে ফিরিয়ে দেয়া থেকে। আর আসি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিত্না এবং ক্বরের শাস্তি হতে।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৯০,২৮২২, আ.প্র-৫৯৪২, ই.ফা-৫৮৩৫)।

হাদীসের দু'য়া নং-১২। অগে ও পরের গুনাহ মাফের দু'য়া - - - - - - - - - -

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي

আরবি উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্মাগ-ফিরলী খাতিয়াতী ওয়া-জাহ্লী ওয়া-এছ্রাফী ফী আমরী ওয়া-মা আন্তা আ'লামু-বিহী মিন্নী। আল্লাহুম্মাগ-ফিরলী হাজলী, ওয়া-জিদ্দায়ী, ওয়া-খাতায়ী, ওয়া-আমদী, ওয়া-কুল্লু যালিকা ইন্দী।"

বাংলা অনুবাদ:

"হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি জনিত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আর যা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার হাসি-ঠাট্টামুলক গুনাহ, আমার প্রকৃত গুনাহ, আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ এবং ইচ্ছাকৃত গুনাহ, আর এসব গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে।" (সহীহুল বুখারী ৮০/৬০ তা.পা-৬৩৯৯,৬৩৯৮, আ.প্র-৫৯৫১, ই.ফা-৫৮৪৪, মুসলিম ৪৮/১৮-২৭১৯, আহমাদ-১৯৭৫)।

হাদীসের দু'য়া নং-১৩। একশ' গোলাম মুক্তির সওয়াব, একশ' নেকী লাভ, একশ' গুনাহ মাফ, সারাদিন তার জন্য রক্ষা কবজ এবং তার চেয়ে অধীক ফজিলাতপূর্ণ আমল আর হবে না। -

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আরবি উচ্চারণ:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়াহ্-দাহু লাশারীকালাহু, লাহুল-মুল্কু, ওয়ালাহুল-হামদু, ওযা-হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহা নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর

সর্বশক্তিমান।" (সহীহুল বুখারী ৮০/৬৪ তা.পা-৬৪০৩,২৩৯৩, আ.প্র-৫৯৫৫, ই.ফা-৫৮৪৮)।

হাদীসের দু'য়া নং-১৪। সুবহানাল্লাহ্ জিকিরের ফাজিলাত - - - - - - - - - - -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

আরবি উচ্চারণ: 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্'

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন: যে লোক প্রতিদিন একশ'বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্' বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমান হলেও।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৪০৫, আ.প্র-৫৯৫৭, ই.ফা-৫৮৫০, সুসলিম ৪৮/১০-২৬৯১, আহমাদ-৮০১৪)।

হাদীসের দু'য়া নং-১৫। সুবহানাল্লাহ্ জিকিরের ফাজিলাত - - - - - - - - - - -

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

আরবি উচ্চারণ:

"সুবহানাল্লা হিল-আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন: দু'টি বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, ওজনের পাল্লায় অতি ভারী, আর আল্লাহ্র নিকঠ অতি প্রিয়। তা হলো: সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৪০৬,৬৬৮২,৭৫৬৩, আ.প্র-৫৯৫৮, ই.ফা-৫৮৫১, সুসলিম ৪৮/১০-২৬৯৪)।

হাদীসের দু'য়া নং-১৬। জান্নাতের ধনভান্ডারের বাক্য দ্বারা জিকির ও দু'য়া- - -

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আরবি উচ্চারণ: "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "আবূ মুসা আল অশা'আরী (রাদি.) হতে বর্ণিত। . . . নাবী (ﷺ) বললেন: হে আবূ মুসা, অথবা বললেন: হে আবদুল্লাহ্! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধন ভান্ডারের একটি বাক্য বলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বললেন: তা হচ্ছে 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৪০৯,২৯৯২, আ.প্র-৫৯৬১, ই.ফা-৫৮৫৪)।

হাদীসের দু'য়া নং-১৮। জীবন, মৃত্যু ও বার্ধক্যের ফিতনার জন্য দু'য়া - - - -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

আরবি উচ্চারণ:

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন'আল অজ্ঝী, ওয়া'আল-কাসালী, ওয়া'আল-জুবনী, ওয়া'আল-বুখ্নী, ওয়া'আল-হারামী, ওযা'অউজুবিকা মিন'আজাবিল কাবীর, ওযা'অউজুবিকা মিন'ফিত্নাতিল মাহ্'ইয়া ওযাল'মামাতী।

বাংলা অনুবাদ:

হাদীস: "আনাস ইবনু মালিক (রাদি.) বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) প্রায়ই বলতেন: হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং অত্যাধিক বার্ধক্য থেকে। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ক্ববরের আযাব হতে। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৬৭,২৮২৩, আ.প্র-৫৯২১, ই.ফা-৫৮১৪।

হাদীসের দু'য়া নং-১৯। বিপদের সময় নাবী (ﷺ)-এর দু'য়া - - - - - - -

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

আরবি উচ্চারণ:

"লা ইলাহা ইল্লালাহুল আযীমুল হালিম, লা ইলাহা ইল্লালাহু রাব্বুস-সামায়াতে ওয়াল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।"

বাংলা অনুবাদ: হাদীস: "ইবনু আব্বাস (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) বিপদের সময় এ দু'য়া পড়তেন: আল্লাহ্ ব্যাতীত কোন (সত্য) ইলাহা নেই। যিনি মহান ও ধৈর্য্যশীল। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহা নেই। তিনি

আসমান জমিনের 'রব' এবং আরশে আযীসের 'রব'।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৩৪৫,৬৩৪৬,৭৮২৬,৭৪৩১, আ.প্র-৫৮৯৯, ই.ফা-৫৭৯২, মুসলিম ৪৮/২১-২৭৩০, আহমাদ-৩৩৫৪।)

হাদীসের দু'য়া নং-২০। দেনামুক্ত ও দরিদ্র থেকে ধনী হওয়ার দু'য়া - - -

.... اقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ

আরবি উচ্চারণ:

"আক্দী আ'ন্নী আদ্দাইনী, ওয়াগ্নিনী মিনাল ফাক্রী।"

বাংলা অনুবাদ:

হাদসি: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এই মর্মে হুকুম করতেন যে, আমাদের কেউ ঘুমানোর জন্য যখন বিছানাগত হয় সে সময় সে যেন বলে: হে আল্লাহ্! অকাশমন্ডলির 'রব', মাটিসমুহের 'রব', আমাদের 'রব', প্রতিটি বস্তুর 'রব', শস্যবীজ ও আঁটির অংকুরোদগমনকারী এবং তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি প্রত্যেক অনিষ্টকারী ক্ষতি হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এগুলি তোমারই আওতাধীন, তুমিই শুরু, তোমার আগে কিছুই নেই। আর তুমিই শেষ, তোমার পরে কিছুই নেই। তুমি প্রকাশিত, তোমার উপর কিছুই নেই। তুমি লুকায়িত, তোমার হাতে কিছুই গোপন নেই। সুতরাং আমার দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং দরিদ্রতা হতে অমাকে সাবলম্বী করে দাও।" (সহীহ্ আত্তিরমিযী-৩৪০০)।

হাদীসের দু'য়া নং-২১। গাড়ী, উড়জাহাজ ও যানবাহন আরোহনের দু'য়া - - -

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

আরবি উচ্চারণ:

"ছুব্হা'-নাল্লাযী' ছাখ্খারা লানা হাযা' ওয়ামা কুন্না-লাহূ মুক' রিনীন।
ওয়া-ইন্না ইলা-রাব্বিনা লা-মুংকা'লিবুন।"

বাংলা অনুবাদ:

"ইবনু উমার (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, নাবী (ﷺ) যখন সফরে রওয়ানা হতেন তখন বাহনে আরোহন করে তিনবার তাক্বীর বলতেন এবং আরো বলতেন: ' . . . অতি পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই

আমরা আমাদের 'রবের' কাছে ফিরে যাব।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:১৩-১৪)। (সহীহ্ আত্তিরমিযী-৩৪৪৭)

হাদীসের দু'য়া নং-২২। সফরে যাওয়ার দু'য়া। - - - - - - - - - - - - - - -

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا مِنَ الْبِرِّ، وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى
اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيرَ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ
وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ! اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا

বাংলা অনুবাদ:

"তারপর তিনি বলতেন: হে আল্লাহ্! আমার এ সফরে আমি তোমার নিকট পূণ্য ও তাক্বওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার তাওফীক প্রর্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের সফরটি আমাদের জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমাদের জন্য পথের ব্যবধান সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ্! সফরে তুমিই আমাদের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! আমাদের এ সফরে তুমি আমাদের বন্ধু এবং আমাদের পরিজনের প্রতিনিধি হয়ে যাও। (সহীহ্ আত্তিরমিযী-৩৪৪৭)

হাদীসের দু'য়া নং-২৩। সফর থেকে ফিরে আসার দু'য়া। - - - - -

إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

বাংলা অনুবাদ:

"তিনি সফর হতে পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করে বলতেন: 'ইন্শা আল্লাহ্ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী এবং তাওবাহ্কারী, আমাদের রবের ইবাদাতকারী ও প্রশংসাকারী।" (সহীহ্ আত্তিরমিযী-৩৪৪৭, সহীহ্ আবূ দাউদ-২৩৩৯, মুসলিম)।

হাদীসের দু'য়া নং-২৪। পাপ থেকে মুক্তি পেতে তওবা ও ইস্তিগফার। - - - -

নানা কারনে মু'মিনগণ পাপ করতে পারে। আল্লাহ্ মু'মিনগণকে ভালবাসেন, তাদের পাপ মুক্তির জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করার সুযোগ দিয়েছেন।

(১) আল্লাহ্ বলেন: "বলেছি: তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তিনি বরই ক্ষমাশীল। তিনি অজস্র ধারায় তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" (সূরা নুহ্ ৭১:১০-১২)।

(২) আল্লাহ্ বলেন: "এবং যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ক্ষমা প্রর্থনা করে, নিজেদের অপরাধের জন্য। আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে অপরাধ মার্জনা করবে? তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তাঁর পুনরাবৃত্তি করে না।" (সূরা আল-ইমরান ৩:১৩৫)।

(১) সংক্ষিপ্ত ইস্তিগফার: أَسْتَغْفِرُ الله আরবি উচ্চারণ- "আস্তাগফিরুল্লাহ।"
বাংলা অর্থ- "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

(২) সংক্ষিপ্ত ইস্তিগফার: أَسْتَغفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ
আরবি উচ্চারণ- "আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।"
বাংলা অর্থ- "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে ফিরে আসছি।"

(৩) বিস্তারিত ইস্তিগফার:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

আরবি উচ্চারণ- "রাব্বিগ ফিরলী, ওয়া আতূব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত তাওয়া-বুল গফুর।"
বাংলা অর্থ- "হে আমার রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী ক্ষমাকারী।" (সুনানুত তিরমিযি, হাদিস- ৩৪৩৪)।

(৪) বিস্তারীত ইস্তিগফার:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ

আরবি উচ্চারণ- "আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা-হুয়াল হাইউল কাইউম ওয়া আতূবু ইলাইহি।"
বাংলা অর্থ- "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে 'তওবা' করছি।"

(৫) সায়্যিদুল ইস্তিগফার, সর্বউত্তম তওবা:
ইস্তিগফার হচ্ছে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যা তওবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন-হাদীসে 'ইস্তিগফার'-এর অনেক ফযিলত রয়েছে। হাদীসে যে সব ইস্তিগফার বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইস্তিগফার হচ্ছে 'সায়্যিদুল ইস্তিগফার' যা বুখারীসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

আরবি উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বি, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী। ওয়া আনা-আবদুকা, ওয়া আনা আলা-আহ্‌দিকা, ওয়া-ওয়াদিকা মাছ্‌তা-ত্বায়'তু আউযুবিকা মিন-শাররি মা ছানা'তু, আবুউলাকা বিনিয়ামাতিকা আলাইয়া। ওয়া আবুউলাকা বিজামবী ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।"

বাংলা অর্থ- "হে আল্লাহ! আপনি আমার 'রব'। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যমত আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। আর আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই।" (সহিহুল বুখারী, তা.পা. ৬৩০৬)।

<u>সায়্যিদুল ইস্তিগফারের ফজিলতের হাদীস:</u>

"শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাদি:) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার "এ দু'আ পড়া"। যে ব্যাক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যাক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তিগফার পড়ে নেবে আর সে ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।" (সহিহুল বুখারী, তা.পা. ৬৩০৬; আ.প্র. ৫৮৬১, ই.প্র ৫৭৫৪, সহীহ্ আত্‌তিরমিযী-৩৩৯৩)।

হাদীসের দু'য়া নং-২৫। নাবী (ﷺ) -এর বেশী পছন্দনীয় দু'য়া - - - -

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

আরবি উচ্চারণ:

"সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ্, ওয়া লা ইলাহা ইল্লল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।"

বাংলা অনুবাদ: "অবু হুরায়রা (রাদি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: <u>'আল্লাহ্ অতীব পাবিত্র সকল প্রশংসা অল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ'</u> বলা আমার কাছে যে সকল জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয় তা হতে বেশী পছন্দনীয়।" (সহীহ্ আত্‌তিরমিযী-৩৫৯৭, মুসলিম-৮/৭০)।

হাদীসের দু'য়া নং-২৬। আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম হিফাযতকারী জান্নাতে যাবে - - - -

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বাংলা অনুবাদ: "আর আল্লাহ্‌র জন্য আছে সুন্দর সুন্দর নাম;" (সূরা আরাফ ৭:১৮০)।

হাদীসে আছে: "আবূ হুরায়রাহ্ (রাদি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম আছে, এক কম একশত নাম। যে ব্যাক্তি এ (নাম)গুলোর হিফাজত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ বিজোড়। তিনি বিজোড় পছন্দ করেন। ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেন, 'মান আহসাহা' অর্থ যে হিফাযাত করল।" (সহীহুল বুখারী তা.পা-৬৪১০,২৭৩৬, আ.প্র-৫৯৬২, ই.ফা-৫৮৫৫।

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ "আল্লহ্, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই।"

১- اَلرَّحْمَـٰن, পরম করুণময়।	২- اَلرَّحِيم, পরম দয়াময়।
৩- اَلْمَلِك, সবকিছুর মলিক।	৪- اَلْقُدُّوس, অতিপবিত্র।
৫- اَلسَّلَام, মহাশান্তিময়।	৬- اَلْمُؤْمِن, মহাবিশ্বাসী।
৭- اَلْمُهَيْمِن, মহারক্ষনাবেক্ষনকারী।	৮- اَلْعَزِيز, মহাপরাক্রমশালী।
৯- اَلْجَبَّار, মহাক্ষমতাশালী।	১০- اَلْمُتَكَبِّر, মহাগৌরবান্বিত।
১১- اَلْخَالِق, মহাসৃষ্টির্কতা।	১২- اَلْبَارِئ, একমাত্র আত্মার সৃষ্টির্কতা।
১৩- اَلْمُصَوِّر, একমাত্র-আকৃতি গঠনকারী।	১৪- اَلْغَفَّار, অসীম ক্ষমাশীল।
১৫- اَلْقَهَّار, মহাশাস্তিদাতা।	১৬- اَلْوَهَّاب, মহাপুরুষ্কারদাতা।
১৭- اَلرَّزَّاق, একমাত্র সবার রিজিকদাতা	১৮- اَلْفَتَّاح, একমাত্র বিজয় দাতা।
১৯- اَلْعَلِيم, মহাজ্ঞানি।	২০- اَلْقَابِض, একমাত্র আয়ত্তকারী।
২১- اَلْبَاسِط, একমাত্র প্রশস্তকানী।	২২- اَلْخَافِض, একমাত্র অবনতকারী।
২৩- اَلرَّافِع, একমাত্র উন্নতিদানকারী।	২৪- اَلْمُعِزّ, একমাত্র সন্মানদানকারী।
২৫- اَلْمُذِلّ, একমাত্র অপমানদানকারী।	২৬- اَلسَّمِيع, সর্বশ্রোতা।
২৭- اَلْبَصِير, মহাদর্শনকারী।	২৮- اَلْحَكَم, মহাবিচারক।
২৯- اَلْعَدْل, মহান্যায়পারায়ন বিচারকারী।	৩০- اَللَّطِيف, সুক্ষ্ম দয়ালু।
৩১- اَلْخَبِير, তিনিই সব বিষয়ে জানেন।	৩২- اَلْحَلِيم, পরম ধৈর্যশীল।
৩৩- اَلْعَظِيم, অতিমহান।	৩৪- اَلْغَفُور, অসীম ক্ষমাশীল।
৩৫- اَلشَّكُور, কৃতজ্ঞতাপ্রিয়।	৩৬- اَلْعَلِيّ, মহাউত্তম।
৩৭- اَلْكَبِير, সর্ববৃহত।	৩৮- اَلْحَفِيظ, রক্ষাকারী।
৩৯- اَلْمُقِيت, সর্ব শক্তিদাতা।	৪০- اَلْحَسِيب, হিসাবগ্রহনকারী।

৪১- اَلْجَلِيل, অতি মর্যদাশালী।	৪২- اَلْكَرِيم, অতি সন্মানীত।
৪৩- اَلرَّقِيب, তত্বাবধানকারী।	৪৪- اَلْمُجِيب, প্রার্থনাগ্রহণকারী।
৪৫- اَلْوَاسِع, অসীম।	৪৬- اَلْحَكِيم, মহাবিজ্ঞ।
৪৭- اَلْوَدُود, শ্রেষ্ঠ বন্ধু।	৪৮- اَلْمَجِيد, অত্যান্ত মর্যদাশালী/সুমহান।
৪৯- اَلْبَاعِث, পুনরুত্থানকারী।	৫০- اَلشَّهِيد, সর্বদ উপস্থিত।
৫১- اَلْحَقّ, একমাত্র সত্য।	৫২- اَلْوَكِيل, মহাব্যাবস্থাপক।
৫৩- اَلْقَوِيّ, অপরিমেয় শক্তিশালী।	৫৪- اَلْمَتِين, সুদৃঢ়।
৫৫- اَلْوَلِيّ, অভিভাবক।	৫৬- اَلْحَمِيد, মহাপ্রশংশীত।
৫৭- اَلْمُحْصِي, হিসাব গ্রহনকারী।	৫৮- اَلْمُبْدِئ, সৃষ্টির সুচনাকারী।
৫৯- اَلْمُعِيد, পুনরায় সৃষ্টিকারী।	৬০- اَلْمُحْيِي, জীবন দানকারী।
৬১- اَلْمُمِيت, মৃত্যুদানকারী।	৬২- اَلْحَيّ, চিরজীবন্ত/চিরঞ্জীব।
৬৩- اَلْقَيُّوم, চিরস্থায়ী।	৬৪- اَلْوَاجِد, অঢেল সম্পাদনকারী।
৬৫- اَلْمَاجِد, অত্যন্ত মর্যদিাশীল।	৬৬- اَلْوَاحِد, এক / অদ্বিতীয়।
৬৭- اَلْأَحَد, এক / অখন্ডনীয়।	৬৮- اَلصَّمَد, অভাবমুক্ত।
৬৯- اَلْقَادِر, মহাক্ষমতাবান।	৭০- اَلْمُقْتَدِر, অগ্রসরকারী।
৭১- اَلْمُقَدِّم, অগ্রনী, উন্নতিদাতা।	৭২- اَلْمُؤَخِّر, বিলম্বকারী,অবনতিদাতা।
৭৩- اَلْأَوَّل, আদি।	৭৪- اَلْأٰخِر, অন্ত।
৭৫- اَلظَّاهِر, প্রকাশ্য।	৭৬- اَلْبَاطِن, অপ্রকাশ্য।
৭৭- اَلْوَالِي, অীধপতি।	৭৮- اَلْمُتَعَالِي, সুউচ্চ
৭৯- اَلْبَرّ, কল্যাণদাতা।	৮০- اَلتَّوَّاب, তওবা কবুলকারী।
৮১- اَلْمُنْتَقِم, প্রতিশোধ গ্রহনকারী।	৮২- اَلْعَفُوّ, ক্ষমাকারী
৮৩- اَلرَّؤُوف, অত্যান্ত দয়ালু, স্নেহময়	৮৪- مَالِك الْمُلْك, পৃথিবীর মালিক।
৮৫- ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام, মহত্তের মালিক	৮৬- اَلْمُقْسِط, অন্যায় বিচারক।
৮৭- اَلْجَمِيع, একত্রকারী।	৮৮- اَلْغَنِيّ, অভাবহীন।
৮৯- اَلْمُغْنِي, অভাবদুরকারী।	৯০- اَلْمَانِع, প্রতিরোধকারী।
৯১- اَلضَّار, অনিষ্ঠকারী।	৯২- اَلنَّافِع, উপকারকারী।
৯৩- اَلنُّور, জ্যোতিময়।	৯৪- اَلْهَادِي, সৎপথ প্রদর্শনকারী।
৯৫- اَلْبَدِيع, নমুনাবিহীন সৃজনকারী।	৯৬- اَلْبَاقِي, চির বিরাজমান।
৯৭- اَلْوَارِث, উত্তরাধিকারী।	৯৮- اَلرَّشِيد, সৎপথে চালনাকারী।
৯৯- اَلصَّبُور, ধৈর্যশীল।	

সহায়ক বই ও নির্দেশ:

* তাফসীর ইবনে কাসীর অনুবাদ: ১৮ খন্ড প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান।
* তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন অনুবাদ: ৮ খন্ড মাওলানা মুহিউদ্দিন।
* তাফসীর আহসানুল বায়ান অনুবাদ: মাওলানা সালাউদ্দীন, সউদী আরব।
* তাফসীর কুরআনুল কারীম অনুবাদ: ২ খন্ড ডঃ জাকারিয়া, সউদী আরব।
* কুরআনুল কারীম অনুবাদ: প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান।
* কুরআনের বঙ্গানুবাদ: ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান, খোশরোজ কিতাব মহল।
* আল-ফিকহুল আকবর: বঙ্গানুবাদ ডঃ খ. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির।
* আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০ খন্ড বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
* কুরআন ও হাদিছের মানদন্ডে সূফিবাদ: আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী।
* আকিদার মানদন্ডে তাবিজ আনুবাদে: প্র.মুজিবর, সউদী আবর।
* 'নজরুল ইসলাম' ইসামী কবিতা- ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ই.ফা) ঢাকা।
* সহিহুল বুখারী-বাংলা অনুবাদ: তাওহীত পাবলিকেশন (তা.পা.) ঢাকা।
* বুখারী শরীফ-বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ই.ফা) ঢাকা।
* বুখারী শরীফ-বাংলা অনুবাদ:আধুনিক প্রকাশনী (আ.প্র.) ঢাকা।
* সহি মুসলিম-বাংলা অনুবাদ: হাদিস একাডেমী (হা.এ) ঢাকা।
* সহি মুসলিম-বাংলা অনুবাদ: বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার (ই.সে) ঢাকা।
* বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক। "আকাইদ ও ফিক্হ" ইবতেদায়ি মাদরাসা ১ম-৫ম শ্রেনি পর্যন্ত।
* "আল আকায়েদ ওয়াল ফিক্হ" দাখিল মাদরাসা ৬ষ্ট-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ।
* জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ৩য়-১০ম শ্রেণীর পর্যন্ত "ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা"।
* Translation of the Glorious Quran by Abulqasim Pub. Riyad K.S.A.
* The noble Quran by Dr. M. Taqi-ud-din Al-Hilali, & Dr. Mushin Khan, K.S.A.
* The meaning of the Holy Quran by Yusuf Ali, India.
* Translation of Sahih Al-Bukhari English (Vol. 1-10) By Dr.Muhsin Khan, KSA.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বাধিক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।
মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের উপর সালাত ও সালাম।
তাঁর অনুসারি ও পাঠকদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমিন!

লেখক পরিচিতি- আলহাজ মোহাম্মাদ আব্দুর রউফ বিন ইয়াকিন ১৩৭০ হিজরি (১৯৫০ খৃ:), ১২ই রবিউল আউয়াল, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার সন্তাবাজ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৬৯ সালে উল্লাপাড়া বনিক বহুমুখি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৭২ সালে পাবনা ইসলামিয়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ৭ম স্থান অধিকার করে ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও ধর্মভীরু ছিলেন। তখন থেকেই তার কুরআন ও হাদিস বিষয়ে পড়াশুনার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল।

প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরী নিয়ে ঢাকায় যান। সেখান থেকে চাকুরী সুত্রে ১৯৭৭ সালে আবুধাবীতে গমন করেন। চাকুরীকালীন সময়ে সেখানে তিনি আরবি ভাষা শিক্ষা, কুরআন তাফসির ও হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ পান। প্রায় ৩৮ বছর তিনি সেখানে অবস্থান করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। আবুধাবীতে তিনিই প্রথম কুরআনুল কারিমের শুধু বাংলা অনুবাদ সংকলন ও প্রকাশ করেন। সেদেশে বই ছাপান ও প্রকাশের জন্য পান্ডুলিপি ধর্ম মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোতি নিতে হয়, যা বেশ কঠিন ছিল। ২০১৪ সালে আবুধাবী সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ঢাকায় এশে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ধর্মীয় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৮টির অধিক। তার উল্লেখযোগ্য সংকলিত ও প্রকাশিত বইসমূহ:

১. কুরআনুল কারিমের শুধু বাংলা অনুবাদ, আবু-ধাবী থেকে প্রকাশিত।
২. কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধ ইমান ও আকিদা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৩. মহিলাদের অধীকার **Women's Right**, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৪. শিক্ষার্থীদের সরল পথ **Students' Straight Path**, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৫. সফল ব্যবসায়ী **Successful Businessmen**, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৬. সীমালংঘনকারী **Excess Activity**, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
৭. কুরআনের অনুবাদ পড়ব কেন? **Why Study Translation of the Quran?**
৮. সূফিবাদ জানুন, ইসলাম মানুন, একত্রে জান্নাতে চলুন।